BCS প্রিলি. লেকচার শিট বাংলা ভাষা ও সাহিত্য

লেকচার ০২

Lecture Contents

মধ্যযুগের সাহিত্য-১

- অন্ধকার যুগ
- শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য
- জীবনী সাহিত্য
- বৈষ্ণব পদাবলি
- মঙ্গলকাব্য
- মনসামঙ্গল কাব্য
- চণ্ডীমঙ্গল কাব্য
- অন্নদামঙ্গল কাব্য
- কালিকামঙ্গল কাব্য
- ধর্মমঙ্গল কাব্য

মধ্যযুগের সাহিত্য (১২০১-১৮০০)

অন্ধকার যুগ- (১২০১-১৩৫০)

১২০১ খ্রি. থেকে ১৩৫০ খ্রি. পর্যন্ত মোট ১৫০ বছর বাংলা সাহিত্যের অন্ধকার যুগ। অন্ধকার যুগ এমন একটি যুগ যে যুগে বাংলা সাহিত্যের কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। বখতিয়ার খলজি ১২০৪ সালে (মতান্তরে ১২০৩) সর্বশেষ হিন্দু রাজা লক্ষ্মণ সেনকে পরাজিত করে বাংলা জয় করে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। হুমায়ূন আজাদ তার 'লাল নীল দীপাবলি বা বাংলা সাহিত্যের জীবনী' গ্রন্থে লিখেছেন– ১২০১-১৩৫০ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে রচিত কোন সাহিত্য কর্মের পরিচয় পাওয়া যায় না বলে এ সময়টাকে বলা হয় অন্ধকার যুগ।

অন্ধাকার যুগের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ

শূন্যপুরাণ:

রামাই পণ্ডিত রচিত ধর্মপূজার শাস্ত্রগ্রন্থ শূন্যপুরাণ। এতে ৫১টি অধ্যায় আছে। রামাই পণ্ডিতের কাল তের শতক বলে অনেকেই অনুমান করেন। শূন্যপুরাণ ধর্মীয় তত্ত্বের গ্রন্থ যা গদ্যপদ্য মিশ্রিত চম্পুকাব্য। হিন্দু ধর্মের সঙ্গে বৌদ্ধ ধর্মের মিলন সাধনের জন্য রামাই পণ্ডিত ধর্মপূজার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এতে বৌদ্ধদের শূন্য এবং হিন্দুদের লৌকিক ধর্মের মিশ্রণ ঘটেছে।

নিরঞ্জনের উষ্মা:

নিরঞ্জনের উষ্মা হলো 'শূন্যপুরাণ' কাব্যের অন্তর্গত একটি অংশ বিশেষ বা কবিতা। এ কবিতায় বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের ওপর বৈদিক ব্রাহ্মণদের অত্যাচারের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। এছাড়াও এ কবিতায় মুসলমানদের জাজপুর প্রবেশ এবং ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীদের রাতারাতি ধর্মান্তরের কাল্পনিক চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। এ কবিতায় ব্রাহ্মণ্য শাসনের বদলে মুসলিম শাসন প্রচলনের পক্ষে মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে।

সেক শুভোদয়া:

বাংলা সাহিত্যের অন্ধকার যুগে রচিত সংস্কৃত ভাষার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ সেকশুভোদয়া। রাজা লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি হলায়ুধ মিশ্র রচিত সেক শুভোদয়া সংস্কৃত গদ্যপদ্যে লেখা চম্পুকাব্য। গ্রন্থটিতে মোট ২৫টি অধ্যায় আছে।

প্রাকৃত পৈঙ্গল:

✓ 'প্রাকৃত পৈঙ্গল' হলো– একটি গীতিকবিতার সংকলন (এর ভাষা অপভ্রংশ)।

❑ মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের শাখা-প্রশাখাগুলো হচ্ছে-

-ক) শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য -খ) মঙ্গলকাব্য
-গ) অনুবাদ সাহিত্য -ঘ) বৈষ্ণব পদাবলী
-ঙ) জীবনী সাহিত্য -চ) নাথ সাহিত্য
-ছ) মর্সিয়া সাহিত্য -জ) দোভাষী পুঁথি
-ঝ) রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান ও -ঞ) লোক সাহিত্য।

অন্ধকার যুগ (১২০১-১৩৫০):

সাহিত্য	রচয়িতা	অধ্যায়	ভাষা
শূণ্যপুরাণ	রামাই পণ্ডিত	৫১টি	সংস্কৃত
সেক শুভোদয়া	হলায়ুধ মিশ্র	২৫টি	সংস্কৃত

এক কথায় উত্তর

১. **বাংলা সাহিত্যের কোন সময়কে অন্ধকার যুগ বলা হয়?**
উত্তর: ১২০১-১৩৫০।

২. **শূন্য পুরাণে কয়টি অধ্যায় আছে?**
উত্তর: ৫১টি অধ্যায়।

৩. **'সেক শুভোদয়া' গ্রন্থটি রচনা করেন?**
উত্তর: হলায়ুধ মিশ্র।

৪. **বাংলা সাহিত্যে অন্ধকার যুগের স্থায়িত্বকাল কত বছর?**
উত্তর: ১৫০ বছর।

৫. **বখতিয়ার খলজি কত সালে বাংলা জয় করেন?**
উত্তর: ১২০৪ সালে (মতান্তরে ১২০৩)।

৬. **তুর্কি শাসনামলের ব্যাপ্তি কত বছর ছিল?**
উত্তর: ১২০১-১৩৫০ খ্রিস্টাব্দ।

৭. **'প্রাকৃত পৈঙ্গল' কে রচনা করেন?**
উত্তর: শ্রীহর্ষ।

৮. **প্রাকৃত পৈঙ্গল কী?**
উত্তর: গীতিকবিতার মহাসংকলন।

৯. **অন্ধকার যুগের প্রথম সাহিত্যিক নিদর্শন কী?**
উত্তর: প্রাকৃতপৈঙ্গল।

১০. **'শূন্যপুরাণ' কে রচনা করেন?**
উত্তর: রামাই পণ্ডিত।

১১. **প্রাকৃতপৈঙ্গল কোন ভাষায় রচিত?**
উত্তর: প্রাকৃত ভাষায়।

১২. **'শূন্যপুরাণ' কোন ভাষায় রচিত?**
উত্তর: সংস্কৃত ভাষায়।

১৩. **'শূন্যপুরাণ' কী?**
উত্তর: ধর্মীয় তত্ত্বগ্রন্থ যা গদ্য পদ্য মিশ্রিত চম্পুকাব্য।

১৪. **বৌদ্ধদের শূন্যবাদ এবং হিন্দুদের লৌকিক ধর্মের মিশ্রণে ঘটেছে কোন গ্রন্থে?**
উত্তর: শূন্যপুরাণ।

১৫. **'নিরঞ্জনের উষ্মা' কী?**
উত্তর: শূন্যপুরাণ কাব্যের অন্তর্গত একটি অংশ বিশেষ বা কবিতা।

১৬. **কোন কবিতায় ব্রাহ্মণ্য শাসনের বদলে মুসলিম শাসন প্রচলনের পক্ষে মনোভাব ব্যক্ত করা হয়েছে?**
উত্তর: নিরঞ্জনের উষ্মা।

১৭. **কে সেক শুভোদয়া রচনা করেন?**
উত্তর: হলায়ুধ মিশ্র।

১৮. **'সেক শুভোদয়া' গ্রন্থে কয়টি অধ্যায় আছে?**
উত্তর: ২৫টি।

১৯. **রাজা লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি ছিলেন কে?**
উত্তর: হলায়ুধ মিশ্র।

২০. **'সেক শুভোদয়া' কোন ভাষায় রচিত?**
উত্তর: সংস্কৃত গদ্যপদ্যে লেখা চম্পুকাব্য।

২১. **'সেক শুভোদয়া'র মূল উপজীব্য বিষয় কী?**
উত্তর: শেখের গৌরব প্রচার।

২২. **পীর মহাত্ম্যজ্ঞাপক কাব্যের প্রাচীনতম নিদর্শন কোনটি?**
উত্তর: সেক শুভোদয়া।

২৩. **বাংলা ভাষায় রচিত কোন সাহিত্যিক নিদর্শন পাওয়া যায়নি কোন যুগে?**
উত্তর: অন্ধকারযুগে।

২৪. **অন্ধকার যুগ কোন যুগের অন্তর্ভুক্ত?**
উত্তর: মধ্যযুগের।

Teacher's Work

১. **বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অন্ধকার যুগ কোন যুগের অন্তর্ভুক্ত?**
ক) প্রাচীন যুগের খ) মধ্যযুগের
গ) আধুনিক যুগের ঘ) কোনোটিই নয় — **খ**

২. **বাংলা সাহিত্যে অন্ধকার যুগ বলতে-** [৩৪তম বিসিএস]
ক) ১৯৯৯-১২৫০ পর্যন্ত খ) ১২০১-১৩৫০ পর্যন্ত
গ) ১২৫০-১৩৫০ পর্যন্ত ঘ) ১২৫০-১৪৫০ পর্যন্ত — **খ**

৩. **'শূন্যপুরাণ' রচনা করেছেন-** [২১তম বিসিএস]
ক) রামাই পণ্ডিত খ) শ্রীকর নন্দী
গ) বিজয় গুপ্ত ঘ) লোচন দাস — **ক**

৪. **এয়োদশ শতকের সাহিত্যেকর্ম কোনটি?** [জীবনবীমা: ২১]
ক) মনসামঙ্গল খ) শূণ্যপুরাণ
গ) পদ্মপুরাণ ঘ) চন্দ্রাবতী — **খ**

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য

১. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের বিষয়বস্তু– কৃষ্ণলীলা।

২. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যটি রচিত-ভাগবতের আলোকে এবং জয়দেবের গীতগোবিন্দ কাব্যের অনুসরণে।

৩. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যটি রচনার ৫০০ বছর পর আবিষ্কৃত হয়।

৪. মধ্যযুগে রচিত বাংলা ভাষার প্রথম গ্রন্থ/বাংলা ভাষায় রচিত কোনো লেখকের প্রথম একক গ্রন্থ/মধ্যযুগের আদি কাব্য গ্রন্থ/বাংলা সাহিত্যের ২য় গ্রন্থ– শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

৫. শ্রী অর্থ সুন্দর/সৌন্দর্য এবং কৃষ্ণ অর্থ কালো এবং কীর্তন অর্থ প্রশংসা।

৬. সর্বজন স্বীকৃত ও খাঁটি বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম কাব্য– শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

৭. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যটি ১৩টি খণ্ডে বিভক্ত এবং চতুর্দশ শতাব্দীতে রচিত। এটি মূলত আখ্যানকাব্য।

৮. বর্তমানে কাব্যটির বয়স– ৭০০ বছর।

৯. শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের অন্য নাম/মূল নাম ছিল– শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ।

আবিষ্কার

বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ বাংলা ১৩১৬ বঙ্গাব্দে (১৯০৯ খ্রি.) বাঁকুড়া জেলার বনবিষ্ণুপুরের নিকটবর্তী কাঁকিল্যা গ্রামে ভ্রমণকালে দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় নামক এক গৃহস্থের গোয়ালঘরের মাচা থেকে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুঁথিখানি আবিষ্কার করেন। আবিষ্কৃত পুঁথিখানি তুলট কাগজে লেখা। হাতে লেখা পুঁথিখানির প্রথমে দুটি পাতা, মাঝখানে কয়েকটি পাতা ও শেষে অন্তত একটি পাতা নেই। পুঁথিখানিতে গ্রন্থের নাম, রচনাকাল ও পুঁথি-নকলের তারিখ কিছুই নেই। পুঁথিখানির মধ্যে একটি ছোটো রসিদ পাওয়া গেছে তাতে লেখা আছে- শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ॥ শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ। এই পুঁথি ১৩২৩ বঙ্গাব্দে (১৯১৬ খ্রি.) বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষদ থেকে প্রকাশিত হয়। সম্পাদনা করেন-শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়। বর্তমানে এটি ২৪৩/১, আচার্য প্রফুল্ল রায় (কলকাতা) রোডের বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পুঁথিশালায় সংরক্ষিত আছে।

১. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন নামটি প্রদান করেন– বসন্তরঞ্জন রায়। তার উপাধি 'বিদ্বদ্বল্লভ'। নবদ্বীপের রাজা ভুবনমোহন তাকে এ উপাধি দেয়।

২. প্রধান চরিত্র ৩টি।
১। রাধা (জীবাত্মা বা প্রাণিকুলের প্রতীক এবং লক্ষ্মীর অবতার)। রাধার অপর নাম চন্দ্রাবলি।
২। কৃষ্ণ (পরমাত্মা বা ঈশ্বর বা নারায়ণের অবতার)।
৩। বড়ায়ি (রাধা-কৃষ্ণের প্রেমের দূতি এবং রাধার একমাত্র সহচরী)।
৩. অন্যান্য চরিত্র- বাসুদেব, দেবকী, কংশরাজা, নন্দগোপ, যশোদা, পদ্মা, সাগর গোয়ালা, আয়ান ঘোষ, বিষ্ণু, মদনদেব, ললিতা, বিশাখা, জটিলা, কুটিলা।
৪. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের রচনাকাল- ১৪০০ খ্রি.।
৫. গোপাল হালদারের মতে রচনাকাল ১৪৫০-১৫০০ খ্রি.।
৬. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের মুখবন্ধ লেখেন- রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী।
৭. শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ব্যবহৃত আরবি-ফার্সি শব্দ: কামান (ধনু), খরমুজা (ফল) গুলাল (ধনুক), বাকী (অবশিষ্ট), মজুর (শ্রমিক), লেম্বু (লেবু)।
৮. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে ব্যবহৃত ফলের নাম- কদলী (কলা), নারিকেল। প্রাণী- ময়ূর।
৯. শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে আধুনিক যুগোচিত শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে ১৪০টি।
১০. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে শ্লোক সংখ্যা ১৬১টি। সংস্কৃত শ্লোক আছে ১২৩টি।
১১. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে পদ সংখ্যা ৪১৮টি।
১২. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের খণ্ড সংখ্যা- ১৩টি।
১৩. শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাগ আছে- ৩২টি। সর্বাধিক ব্যবহৃত রাগ- পাহাড়িয়া বা পাহাড়ি।
১৪. ভাগবতের কৃষ্ণলীলা সম্পর্কিত কাহিনি অনুসরণে, জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' কাব্যের প্রভাব স্বীকার করে, লোক সমাজে প্রচলিত রাধাকৃষ্ণ প্রেম সম্পর্কিত গ্রাম্য গল্প অবলম্বনে কবি বড়ু চণ্ডীদাস শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য রচনা করেন।

রাধা	কৃষ্ণ
* রাধা হলো- জীবাত্মার প্রতীক। * রাধার পিতার নাম- সাগর গোয়ালা। * রাধার মায়ের নাম- পদুমা -পদ্মা)। * রাধার স্বামীর নাম- আইহান ঘোষ/আয়ান ঘোষ। * রাধার সখিদের নাম- ললিতা, বিশাখা। * শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাধা গোয়ালিনী আর পদাবলির রাধা রাজকন্যা।	* কৃষ্ণ হলো- পরমাত্মার প্রতীক এবং বিষ্ণুর অষ্টম অবতার। * বাসুদেব ও দেবকীর অষ্টম সন্তান- কৃষ্ণ। * শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে কৃষ্ণের আবির্ভাবের একমাত্র কারণ- কংসবধ। * কংস ছিলেন ভোজবংশীয় রাজা এবং শ্রীকৃষ্ণের মামা। * কৃষ্ণের পিতার নাম- বাসুদেব। * কৃষ্ণ পালিত হয়- নন্দগোপের এবং যশোদার কাছে। * কৃষ্ণ হলো একজন রাখাল বালক। * কৃষ্ণের প্রধান গুণ- বংশীবাদক হিসেবে।

১. বাংলা সাহিত্যের প্রথম ট্রাজেডি হিসেবে চিহ্নিত করা যায়- শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকে।
২. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে ৩টি বিখ্যাত স্থান- ১. মথুরা ২. বৃন্দাবন ৩. ব্রজ।
৩. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যটি যে ছন্দে রচিত- পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দ।
৪. বসন্তরঞ্জন রায় ছিলেন- কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক।
৫. পৌরাণিক কাহিনিতে কৃষ্ণ হলো- ভগবান বা ঈশ্বর বা পরমাত্মা।
৬. পৌরাণিক কাহিনিতে রাধা হলো- মানবাত্মা বা জীবাত্মা বা প্রাণিকূলের প্রতীক।
৭. পৌরাণিক কাহিনিতে বড়ায়ি হলো চুলপাকা মহিলা ও রাধা কৃষ্ণের প্রেমের দূতি।
৮. কাহিনি বা বর্ণনার দিক থেকে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন হলো- প্রেমগীতি।
৯. রস সঞ্চালনের দিক থেকে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন হলো- ধামালি।
১০. প্রকরণের দিক থেকে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন হলো- পদাবলি।
১১. **ধামালি:** যেসব উক্তির মধ্য দিয়ে রঙ্গ-তামাসা, হাস্য, কপট-ভণ্ডামি ফুটে উঠে, প্রাচীন সাহিত্যে তাকে ধামালি বলে।
১২. **নাট্যগীতি:** পাত্র-পাত্রীর উক্তি প্রত্যুক্তি ও সংলাপের মধ্য দিয়ে রচিত সাহিত্য কর্মই হচ্ছে নাট্যগীত বা নাট্যগীতি।
১৩. বাংলা সাহিত্যের প্রথম মানব চরিত্রের নাম- বড়ায়ি।
১৪. রাধা এবং কৃষ্ণ দুজনই স্বর্গ থেকে পৃথিবীতে এসেছিলেন। কংস রাজাকে হত্যা করার জন্য পৃথিবীতে আসেন কৃষ্ণ এবং তার সঙ্গী হিসেবে পাঠানো হয়েছিল রাধাকে।
১৫. কৃষ্ণ হচ্ছে স্বয়ং বিষ্ণু এবং রাধা হচ্ছে দেবী লক্ষ্মী।
১৬. 'বাণ' শব্দের অর্থ- তীর।
১৭. 'তাম্বুল' শব্দের অর্থ- পান।
১৮. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন হলো- ঝুমুর শ্রেণির রচনা।
১৯. 'ছত্র' শব্দের অর্থ- ছাতা।
২০. বৃন্দাবন শব্দের অর্থ- তুলশীবন।
২১. কংস শব্দের অর্থ- নির্মম/অত্যাচারী।
২২. রাতুল শব্দের অর্থ- লাল।
২৩. বংশী শব্দের অর্থ- বাঁশি।
২৪. আকুল শরীর মোর বেয়াকুল মন
বাঁশির শব্দে আউলাইলো রান্ধন- রাধা।
২৫. চলে নীল শাড়ি নিঙ্গাড়ি নিঙ্গাড়ি পরান সহিত মোর- কৃষ্ণ।
২৬. শুনহ সুন্দরী রাধা বচন অক্ষার যমুনাক যাই ছলে পানি অনিবার- বড়ায়ি।

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র মতে চণ্ডীদাস তিন জন-

১) বড়ু চণ্ডীদাস; ২) দ্বিজ চণ্ডীদাস ও ৩) দীন চণ্ডীদাস।
বড়ু চণ্ডীদাস চৈতন্য পূর্ববর্তী যুগের, দ্বিজ চণ্ডীদাস চৈতন্য যুগের এবং দীন চণ্ডীদাস চৈতন্য পরবর্তী যুগের কবি। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বড়ু চণ্ডীদাস বাসুলী দেবীর ভক্ত।
শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের একটি লাইন-
'কে না বাঁশী বা এ বড়ায়ি কালিনী নইকুলে'

গ্রন্থকার	গ্রন্থ	চরিত্র
বড়ু চণ্ডীদাস	'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'	রাধা, কৃষ্ণ, বড়ায়ি

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য:

রচয়িতা- বড়ু চণ্ডীদাস
আবিষ্কার সাল- (১৯০৯ -১৩১৬ বঙ্গাব্দ)
প্রাপ্ত স্থান- কাঁকিল্যা গ্রামে দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের গোয়াল ঘরে
আবিষ্কারক- বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ
গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র- রাধা, কৃষ্ণ, বড়ায়ি
শ্লোক সংখ্যা- ১৬১টি
পদ সংখ্যা- ৪১৮টি
খণ্ড সংখ্যা- ১৩টি
মূল নাম- শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ
প্রকাশকাল- ১৯১৬ খ্রি. (১৩২৩ বঙ্গাব্দ)

এক কথায় উত্তর

১. **কোনটি সর্বজন স্বীকৃত ও খাঁটি বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম কাব্যগ্রন্থ?**
উত্তর: শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

২. **কে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন আবিষ্কার করেন?**
উত্তর: বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ।

৩. **শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য কয় খণ্ডে বিভক্ত?**
উত্তর: ১৩ খণ্ডে।

৪. **শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য কে রচনা করেন?**
উত্তর: বড়ু চণ্ডীদাস।

৫. **কত সালে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন আবিষ্কার হয়?**
উত্তর: ১৯০৯ সালে (১৩১৬ বঙ্গাব্দে)।

৬. **শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের প্রাপ্ত স্থান কোথায়?**
উত্তর: কাঁকিল্যা গ্রামে দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের গোয়ালঘরে।

৭. **শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের প্রধান চরিত্র কে বা কারা?**
উত্তর: রাধা, কৃষ্ণ, বড়ায়ি।

৮. **শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের শ্লোক সংখ্যা কত?**
উত্তর: ১৬১টি।

৯. **শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মূলনাম কী?**
উত্তর: শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ।

১০. **বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন প্রকাশ করা হয় কত সালে?**
উত্তর: ১৯১৬ খ্রি. (১৩২৩ বঙ্গাব্দে)।

১১. **শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রচনাকাল ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে কত?**
উত্তর: ১৪০০ খ্রিস্টাব্দ।

১২. **গোপাল হালদারের মতে, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রচনাকাল কত?**
উত্তর: ১৪৫০-১৫০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্য।

১৩. **বসন্তরঞ্জন রায়ের উপাধি কী?**
উত্তর: বিদ্বদ্বল্লভ।

১৪. **কার সম্পাদনায় শ্রীকৃষ্ণকীর্তন প্রকাশিত হয়?**
উত্তর: বসন্তরঞ্জন রায়।

১৫. **কে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন নামটি রাখেন?**
উত্তর: বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ।

১৬. **শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুঁথিটি কোথায় সংরক্ষিত আছে?**
উত্তর: ২৪৩/১, আচার্য প্রফুল্ল রায় (কলকাতা) রোডের বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে।

১৭. **মধ্যযুগের প্রথম কবি কে?**
উত্তর: বড়ু চণ্ডীদাস।

১৮. **গঠনরীতিতে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্য'র ধরন কী?**
উত্তর: নাটগীতি।

১৯. **শ্রীকৃষ্ণকীর্তন জীবাত্মা বা প্রাণীকূলের প্রতীক কে?**
উত্তর: রাধা।

২০. **শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে পরামাত্মার বা ঈশ্বরের প্রতীক কে?**
উত্তর: কৃষ্ণ।

২১. **রাধার পিতা ও মাতার নাম কী?**
উত্তর: পিতা- সাগর ও মাতা-পদ্মা।

২২. **বসন্তরঞ্জন রায়কে বিদ্বদ্বল্লভ উপাধি দেন কে?**
উত্তর: নবদ্বীপের রাজা ভুবনমোহন।

২৩. **আবিষ্কৃত পুঁথিখানি কোন কাগজে লেখা?**
উত্তর: তুলট।

২৪. **শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের বিষয়বস্তু কী?**
উত্তর: কৃষ্ণলীলা।

২৫. **শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কখন রচিত হয়?**
উত্তর: চতুর্দশ শতাব্দীতে।

২৬. **শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের মুখবন্ধ লেখেন কে?**
উত্তর: রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী।

২৭. **শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে কয়টি রাগ আছে?**
উত্তর: ৩২টি।

২৮. **কৃষ্ণের পালিত পিতা ও মাতার নাম কী?**
উত্তর: পিতা-নন্দগোপ এবং মাতা-যশোদা।

২৯. **শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যটি কোন ছন্দে রচিত?**
উত্তর: পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দ।

৩০. **কাহিনি বা বর্ণনার দিক থেকে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কী ধরনের?**
উত্তর: প্রেমগীতি।

৩১. **রস সঞ্চালনের দিকে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কী রকম?**
উত্তর: ধামালি।

৩২. **প্রকরণের দিক থেকে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কী রকম?**
উত্তর: পদাবলি।

৩৩. **বাংলা সাহিত্যের প্রথম মানব চরিত্রের নাম কী?**
উত্তর: বড়ায়ি।

৩৪. **শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কোন শ্রেণির রচনা?**
উত্তর: ঝুমুর শ্রেণির।

৩৫. **'তাম্বুল' শব্দের অর্থ কী?**
উত্তর: পান।

Teacher's Work

১. **গঠনরীতিতে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্য মূলত-** [৩৮তম বিসিএস]
ক পদাবলি খ ধামালি গ প্রেমগীতি ঘ নাটগীতি — ঘ

২. **'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রচয়িতা কে?** [২৯তম বিসিএস পরীক্ষা]
ক জ্ঞানদাস খ দীন চণ্ডীদাস গ দীনহীন চণ্ডীদাস ঘ বড়ু চণ্ডীদাস — ঘ

৩. **শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে বড়ায়ি কী ধরনের চরিত্র?** [২৮তম বিসিএস পরীক্ষা]
ক শ্রী রাধার ননদিনী খ রাধাকৃষ্ণের প্রেমের দূতী গ শ্রী রাধার শাশুড়ি ঘ জনৈক গোপবালা — খ

৪. **সর্বজন স্বীকৃত ও খাঁটি বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম কাব্যগ্রন্থ কোনটি?**
ক চর্যাপদ খ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন গ ইউসুফ-জোলেখা ঘ পদ্মাবতী — খ

৫. **মধ্যযুগের প্রথম কাব্য কোনটি-**
ক শূন্যপুরাণ খ ডাকার্ণব গ গীতগোবিন্দ ঘ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন — ঘ

৬. **নিচের কোনটি শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের চরিত্র নয়?**
ক রাধা খ কৃষ্ণ গ বড়াই ঘ ঈশ্বরী পাটনী — ঘ

জীবনী সাহিত্য

মধ্যযুগে চৈতন্যদেবের (১৪৮৬-১৫৩৩) জীবনী অবলম্বনে রচিত কাব্যগুলো বাংলা ভাষায় জীবনী সাহিত্য রচনার প্রথম প্রয়াস। চৈতন্যদেব প্রবর্তিত ধর্ম হল মানবপ্রেম ধর্ম। তার একটি বিখ্যাত উক্তি হলো :

'মুচি হয়ে শুচি হয় যদি কৃষ্ণ ভজে'

চৈতন্যদেবের জীবনীগ্রন্থকে 'কড়চা' বলে। চৈতন্যের প্রথম জীবনীগ্রন্থ 'মুরারি গুপ্তের কড়চা'। এ কাব্যের প্রকৃত নাম 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চরিতামৃত'। এটি সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। মুরারি গুপ্ত চৈতন্যের সহপাঠী ও ঘনিষ্ঠজনদের একজন। এটি মহাকাব্যিক রচনা। আটাত্তর সর্গে রচিত এ বিশাল গ্রন্থে চৈতন্যজীবনলীলার বয়ান রয়েছে।

বাংলাভাষায় শ্রীচৈতন্যের প্রথম জীবনীকাব্য বৃন্দাবন দাসের 'শ্রীচৈতন্যভাগবত'। চৈতন্যের জীবনীগ্রন্থগুলোর মধ্যে 'শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত' সর্বাধিক পরিচিত ও পঠিত গ্রন্থ। এর রচয়িতা কৃষ্ণদাস কবিরাজ। লোচনদাসের 'চৈতন্যমঙ্গল', জয়নন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল', গোবিন্দ দাসের 'কড়চা', চূড়ামণি দাসের 'গৌরাঙ্গবিজয়' উল্লেখযোগ্য।

চৈতন্যদেব (১৪৮৬-১৫৩৩):

রচয়িতা	জীবনীগ্রন্থ	ভাষা
মুরারি গুপ্ত	মুরারি গুপ্তের কড়চা - প্রথম জীবনীগ্রন্থ)	সংস্কৃত
বৃন্দাবন দাস	শ্রীচৈতন্যভাগবত - বাংলা ভাষায় প্রথম)	বাংলা
কৃষ্ণদাস কবিরাজ	শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত -১৬১৫) -সর্বাধিক পরিচিত ও পঠিত)	বাংলা
লোচন দাস	চৈতন্যমঙ্গল	বাংলা

এক কথায় উত্তর

১. **কোন জীবনী অবলম্বনে বাংলাভাষায় প্রথম জীবনী সাহিত্য রচিত হয়?**
উত্তর: চৈতন্যদেবের জীবনী অবলম্বনে।

২. **বাংলা ভাষায় প্রথম জীবনীগ্রন্থ কোনটি?**
উত্তর: শ্রীচৈতন্যভাগবত।

৩. **কৃষ্ণদাস কবিরাজ রচিত জীবনীগ্রন্থের নাম কী?**
উত্তর: শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত।

৪. **বাংলা ভাষায় প্রথম জীবনীগ্রন্থ কে রচনা করেন?**
উত্তর: বৃন্দাবন দাস।

৫. **'বাল্যলীলাসূত্র' (১৪৮৭) কে রচনা করেন?**
উত্তর: হরকৃষ্ণ দাস (সংস্কৃত ভাষায়)।

৬. **'বাল্যলীলাসূত্র' কার জীবনী নিয়ে লেখা?**
উত্তর: অদ্বৈত আচার্য ও তার স্ত্রীকে নিয়ে।

৭. **বাংলা সাহিত্যে একটি পঙ্‌ক্তি না লিখেও কার নামে একটি যুগের সৃষ্টি হয়েছে?**
উত্তর: শ্রীচৈতন্যদেব।

৮. **চৈতন্য প্রবর্তিত ধর্ম কী?**
উত্তর: মানবপ্রেম ধর্ম।

৯. **'মুচি হয়ে শুচি হয় যদি কৃষ্ণ ভজে'- উক্তিটি কে করেন?**
উত্তর: শ্রীচৈতন্যদেব।

১০. **শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনী গ্রন্থকে কি বলা হয়?**
উত্তর: কড়চা। এর অর্থ ডায়রি বা দিনলিপি।

১১. **বাংলা সাহিত্যে কোন সময়কে চৈতন্য যুগ বলা হয়?**
উত্তর: ১৫০০-১৭০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কে।

১২. **শ্রীচৈতন্যদের জীবনীকার কে?**
উত্তর: কৃষ্ণদাস কবিরাজ।

১৩. **বাংলা ভাষায় সর্বাপেক্ষা তথ্যবহুল শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনীগ্রন্থ কোনটি?**
উত্তর: চৈতন্য চরিতামৃত (১৬১৫)।

১৪. **লোচন দাস কোনটি রচনা করেন?**
উত্তর: চৈতন্যমঙ্গল।

১৫. **চৈতন্যর প্রথম জীবনীগ্রন্থ কী?**
উত্তর: 'মুরারি গুপ্তের কড়চা' প্রকৃতনাম শ্রী শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্যচরিতামৃত।

১৬. **'নবী বংশ' জীবনীগ্রন্থটি কে রচনা করেন?**
উত্তর: সৈয়দ সুলতান।

১৭. **'অদ্বৈতপ্রকাশ' গ্রন্থটি রচনা করেন কে?**
উত্তর: ঈশান নাগর।

১৮. **'রসুল বিজয়' কার রচনা?**
উত্তর: সৈয়দ সুলতান।

১৯. **'অদ্বৈতমঙ্গল' কে রচনা করেন?**
উত্তর: হরিচরণ দাস।

২০. **'গৌরাঙ্গবিজয়' জীবনীকাব্যটি কে রচনা করেন?**
উত্তর: চূড়ামণি দাস।

Teacher's Work

১. **জীবনীকাব্য রচনার জন্য বিখ্যাত:** [৪০তম বিসিএস]
ক) ফকির গরীবুল্লাহ খ) নরহরি চক্রবর্তী গ) বিপ্রদাস পিপিলাই ঘ) বৃন্দাবন দাস — ঘ

২. **মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের কোন ধর্ম প্রচারক এর প্রভাব অপরিসীম?** [৩৬তম বিসিএস]
ক) শ্রীচৈতন্যদেব খ) শ্রীকৃষ্ণ গ) আদিনাথ ঘ) মনোহর দাস — ক

৩. **'কড়চা' কী?** [পূবালী ব্যাংকের সহকারী অফিসার -ক্যাশ)'১৯]
ক) শ্রীচৈতন্য দেব এর জীবনীগ্রন্থ খ) তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাদ্যায় এর জীবনীগ্রন্থ
গ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এর কাব্যগ্রন্থ ঘ) জয়নুল আবেদীন এর শিল্পকর্ম — ক

৪. **বাংলা ভাষায় শ্রী চৈতন্যের প্রথম জীবনী কাব্য কার লেখা?**
ক) বৃন্দাবন দাস খ) ভবানী দাস গ) কৃষ্ণদাস ঘ) আলাওল — ক

৫. **'শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত' গ্রন্থের রচয়িতা কে?**
ক) কৃষ্ণদাস কবিরাজ খ) বৃন্দাবন দাস গ) মাগন ঠাকুর ঘ) চন্ডীদাস — ক

বৈষ্ণব পদাবলি

বৈষ্ণব পদাবলি বাংলা কবিতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। এটি মধ্যযুগের সাহিত্যের সবচাইতে রসোত্তীর্ণ ও সার্থক সাহিত্যকর্ম।
শ্রী চৈতন্যদেব (১৪৮৬-১৫৩৩) প্রচার করেন বৈষ্ণব ধর্ম এবং এরপর থেকে বাংলা কবিতায় বৈষ্ণব দর্শন স্থান পেতে থাকে। এর বিষয়বস্তু হলো রাধা ও কৃষ্ণের প্রেমলীলা। এতে মূলত স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক দেখানো হয়েছে। এতে কৃষ্ণ পরমাত্মার প্রতীক আর রাধা জীবাত্মার প্রতীক। চৈতন্যদেব ধর্মপ্রচার করেছিলেন বাংলা ভাষায়। বৈষ্ণবীয় ধর্মের গূঢ় তত্ত্ব বিষয়ক সৃষ্ট পদ বা পদাবলিই 'বৈষ্ণব পদাবলি'।

❑ বৈষ্ণব পদাবলির শ্রেষ্ঠ কবি ৪ জন-

১. বিদ্যাপতি (১৩৮০-১৪৬০ খ্রি.):

বিদ্যাপতি ছিলেন মিথিলার রাজা শিবসিংহের সভাকবি। তার উপাধি ছিল কবি কণ্ঠহার, অভিনব জয়দেব ও মিথিলার কোকিল। তিনি ব্রজবুলি ভাষায় পদ রচনা করেন। ব্রজবুলি হল হিন্দি, বাংলা ও প্রাকৃত ভাষার মিশ্রণ। প্রায় হাজার খানেক পদ বিদ্যাপতির নামে প্রচলিত, তবে জর্জ গ্রিয়ার্সন বিদ্যাপতির মৈথিলী পদ সংগ্রহের জন্য গিয়ে মাত্র ৭৬টি পদ পেয়েছিলেন। বাংলাদেশে ব্রজবুলিতে সর্বশেষ পদ রচনার নিদর্শন হলো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'। তবে রবীন্দ্রনাথের তরুণ বয়সের এ রচনা ঠিক বৈষ্ণবীয় ব্রজবুলি হয়েছে বলে মনে হয় না। বিদ্যাপতির বিখ্যাত বিরহ বিষয়ক পদ-

এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর। এ ভরা বাদর মাহ ভাদর।
শূন্য মন্দির মোর॥

২. চণ্ডীদাস:

চণ্ডীদাসের সময়কাল চৌদ্দ শতকের শেষার্ধ থেকে পনের শতকের প্রথমার্ধ। তিনি পূর্ব বাংলার কবি ছিলেন। বাংলা সাহিত্যে তিনি দ্বিজ চণ্ডীদাস নামে খ্যাত। তিনি খাঁটি বাংলা ভাষায় পদ রচনা করেন। তিনি বাংলা বৈষ্ণব পদাবলির প্রথম কবি। রবীন্দ্রনাথ চণ্ডীদাসকে বলেছেন দু:খের কবি। কারণ তার কবিতায় রয়েছে অতলান্ত বেদনার সুর।

চণ্ডীদাসের বিখ্যাত পঙ্‌ক্তি

১. শুনহ মানুষ ভাই।
সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই॥
২. সই, কেমনে ধরিব হিয়া।
আমার বঁধূয়া আন বাড়ী যায়।
আমার আঙ্গিনা দিয়া॥

৩. গোবিন্দ দাস:

বিদ্যাপতির অনুসারী ছিলেন গোবিন্দ দাস। গোবিন্দ দাস ব্রজবুলি ভাষায় পদ রচনা করেন। গোবিন্দ দাস ষোল শতকের কবি। তার বিখ্যাত রাধা রূপ বিষয়ক পদ হলো-

"যাঁহা যাঁহা নিকষয়ে তনু তনু জ্যোতি।
তাঁহা তাঁহা বিজুরি চমকময় হোতি॥"

৪. জ্ঞানদাস:

চণ্ডীদাসের অনুসারী ছিলেন জ্ঞানদাস। জ্ঞানদাস ষোল শতকের কবি। চৈতন্যপরবর্তী পদাবলি সাহিত্যের বিস্তৃতি ও গভীরতা সৃষ্টিতে তার অবদান অসামান্য। তার জন্মস্থান বর্ধমান জেলার কাটোয়া এলাকার কাঁদড়া গ্রামে।
তার বিখ্যাত কৃষ্ণানুরাগ বিষয়ক পদ হলো-

রূপ লাগি আখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর॥

১. দ্বাদশ শতকে বাঙালি কবি জয়দেব সংস্কৃত ভাষায় রচিত 'গীতগোবিন্দম্' কাব্যে 'পদাবলি' শব্দটি প্রয়োগ করেন।
২. পদাবলির বৃহত্তম ও অধিক সমাদৃত সংকলন বৈষ্ণবদাস ওরফে গোকুলানন্দ সেনের 'পদকল্পতরু'। এতে মোট ৩১০১টি পদ সংকলিত হয়েছে।
৩. সপ্তদশ শতকের শেষভাগে বিশ্বনাথ চক্রবর্তী সংকলিত 'ক্ষণদাগীত-চিন্তামণি'কে প্রাচীনতম পদাবলি সংকলন বলে ধরে নেওয়া হয়।
৪. বৈষ্ণব পদাবলি সংকলন করেন বাবা আউল মনোহর দাস। ষোড়শ শতকের শেষার্ধে তিনি 'পদসমুদ্র' গ্রন্থে বৈষ্ণব পদাবলি সংকলিত করেন। এতে প্রায় পনের হাজার কবিতা ছিল।
৫. বৈষ্ণব পদাবলিতে ৫টি রস আছে। যথা- শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। এ পদাবলিতে বৈষ্ণব তত্ত্বের প্রতিফলণ ঘটেছে। শ্রীকৃষ্ণের ও তার প্রেয়সীভাবাপন্ন ভক্তদের যে মধুর সম্বন্ধ এবং এই প্রিয় সম্বন্ধজনিত পরস্পরের মধ্যে যে সম্ভোগ ভাব তার নাম মধুর রস।
৬. বৈষ্ণব পদাবলির প্রথম পদকর্তা বাঙালি কবি জয়দেবকে(রাজা লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি) বৈষ্ণব পদাবলির প্রথম পদকর্তা বলা হয়। তিনি দ্বাদশ শতকে সংস্কৃত ভাষায় 'গীতগোবিন্দম্' নামে কাব্য রচনা করেন। রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা এ কাব্যের মূল বিষয়। এটি তিনি ২৮৬টি শ্লোক এবং ২৪টি গীতের সমন্বয়ে ১২টি সর্গে রচনা করেন।

এক কথায় উত্তর

১. 'বৈষ্ণব' পদাবলী কী?
উত্তর: বৈষ্ণবীয় ধর্মের গূঢ় তত্ত্ব বিষয়ক সৃষ্ট পদই বৈষ্ণব পদাবলি।

২. কে ব্রজবুলি ভাষায় প্রথম পদাবলি রচনা করেন?
উত্তর: বিদ্যাপতি।

৩. কে চণ্ডীদাসের ভাব শিষ্য বা অনুসারী ছিলেন?
উত্তর: জ্ঞানদাস।

৪. মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন কী?
উত্তর: বৈষ্ণব পদাবলী।

৫. বৈষ্ণব পদাবলির বিষয়বস্তু কী?
উত্তর: রাধা ও কৃষ্ণের প্রেমলীলা।

৬. চৈতন্যদেব কোন ভাষায় ধর্মপ্রচার করেন?
উত্তর: বাংলা ভাষায়।

৭. কোন সময়ে পদাবলির সৃষ্টি সম্ভার প্রাচুর্য ও উৎকর্ষপূর্ণ ছিল?
উত্তর: ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে।

৮. ড. দীনেশ চন্দ্র সেন তাঁর 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থে কতজন পদকর্তার নাম উল্লেখ করেন?
উত্তর: ১৬৪ জন।

৯. প্রথম 'পদাবলি' শব্দটি প্রয়োগ করেন কে?
উত্তর: কবি জয়দেব।

১০. 'গীতগোবিন্দম্' কার রচনা?
উত্তর: জয়দেবের (সংস্কৃত ভাষায়)।

১১. গীত গোবিন্দম কোন সময়ে রচনা?
উত্তর: দ্বাদশ শতকে।

১২. কবে বৈষ্ণব পদাবলির বিকাশ ঘটে?
উত্তর: চতুর্দশ শতাব্দীর শেষে।

১৩. বৈষ্ণব পদাবলি বৈষ্ণব সমাজে কী নামে পরিচিত?
উত্তর: মহাজন পদাবলি।

১৪. বৈষ্ণব পদাবলিতে কতটি রস আছে?
উত্তর: ৫টি (শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রস)।

১৫. বৈষ্ণব পদাবলির প্রথম পদকর্তা কে?
উত্তর: জয়দেব।

১৬. ব্রজবুলি ভাষায় পদাবলি রচনা করেন কে?
উত্তর: বিদ্যাপথি।

১৭. ব্রজবুলি কী?
উত্তর: হিন্দি, বাংলা ও প্রাকৃত ভাষার মিশ্রণে এক প্রকার কৃত্রিম কবিভাষা।

১৮. এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর/এ ভরা বাদর মাহ ভাদর/শূন্য মন্দির মোর।।- কে রচনা করেন?
উত্তর: বিদ্যাপতি।

১৯. খাঁটি বাংলা ভাষায় প্রথম পদাবলি রচনা করেন কে?
উত্তর: চণ্ডীদাস।

২০. সই, কেমনে ধরিব হিয়া/আমার বঁধূয়া অনি বাড়ী যায়/ আমার আঙ্গিনা দিয়া।।- কে রচনা করেন?
উত্তর: চণ্ডীদাস।

২১. বিদ্যাপতির অনুসরণে পদাবলি রচনা করেন কে?
উত্তর: গোবিন্দদাস।

২২. কোন কবি চণ্ডীদাসের অনুসরণে পদাবলি রচনা করেন?
উত্তর: জ্ঞানদাস।

২৩. প্রাচীনতম পদাবলির সংকলন 'ক্ষণদাগীত চিন্তামণি' কোন শতকে রচিত?
উত্তর: সপ্তদশ শতকের শেষ ভাগ।

২৪. 'ক্ষণদাগীতচিন্তামণি' পদাবলির সংকলনটি কে রচনা করেন?
উত্তর: বিশ্বনাথ চক্রবর্তী।

২৫. পদাবলির বৃহত্তম ও অধিক সমাদৃত সংকলন 'পদকল্পতরু' কে রচনা করেন?
উত্তর: বৈষ্ণবদাস।

২৬. পদাবলি সংকলন 'পদসমুদ্র' কে রচনা করেন?
উত্তর: বাবা আউল মনোহর দাস।

Teacher's Work

১. বৈষ্ণব পদাবলির আদি রচয়িতা কে? [২২তম বিসিএস]
ক) বড়ু চণ্ডীদাস খ) মানিক দত্ত গ) গোঁজলা গুই ঘ) বিদ্যাপতি — **ঘ**

২. 'ব্রজবুলি' বলতে কী বুঝায়? [২১তম বিসিএস]
ক) ব্রজধামে কথিত ভাষা খ) বাংলা ও হিন্দির যোগফল
গ) একরকম কৃত্রিম কবিভাষা ঘ) মৈথিলী ভাষার একটি উপভাষা — **গ**

৩. বৈষ্ণব পদাবলির সঙ্গে কোন ভাষা সম্পর্কিত? [৪০তম বিসিএস]
ক) সন্ধ্যাভাষা খ) অধিভাষা গ) ব্রজবুলি ঘ) সংস্কৃত ভাষা — **গ**

৪. বিদ্যাপতির অনুসরণে পদাবলি রচনা করেন কে?
ক) গোবিন্দদাস খ) বিদ্যাপতি গ) চণ্ডীদাস ঘ) জ্ঞানদাস — **ক**

মঙ্গলকাব্য

মঙ্গলকাব্য

মঙ্গলকাব্য- ধর্মবিষয়ক আখ্যান কাব্য নামে খ্যাত। খ্রিস্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত এসব মঙ্গলকাব্য রচিত হয়েছে। অনেকের মতে, এক মঙ্গলবার থেকে পরবর্তী মঙ্গলবার পর্যন্ত পালাকরে গাওয়া হতো বলে এর নাম মঙ্গলকাব্য। মঙ্গলকাব্যের প্রধান দুই দেবী হচ্ছেন মনসা ও চণ্ডী। মঙ্গলকাব্যগুলো গীত হতো পূজানুষ্ঠানের অঙ্গ হিসেবে। প্রতিটি কাব্য নির্দিষ্ট সংখ্যক পালায় বিভক্ত- মনসামঙ্গল ৩০ পালায়, চণ্ডীমঙ্গল ১৬ পালায়।

মঙ্গলকাব্য দু-শ্রেণিতে বিভক্ত-

(১) পৌরাণিক মঙ্গলকাব্য;

(২) লৌকিক মঙ্গলকাব্য। লৌকিক মঙ্গলকাব্যে বণিক ও নিম্নবর্ণের মানুষেরও প্রাধান্য দেখা যায়।

মঙ্গলকাব্যের প্রথম যুগের ভাষা স্থূল ও গ্রাম্যতাপূর্ণ, মধ্যযুগের ভাষা সহজ ও সাবলীল এবং শেষ যুগের ভাষা অলঙ্কারসমৃদ্ধ।

মঙ্গলকাব্যের প্রধান শাখা–
মঙ্গলকাব্যের প্রধান শাখা তিনটি।
যথা- ১. মনসামঙ্গল ২. চণ্ডীমঙ্গল ও ৩. অন্নদামঙ্গল।

মঙ্গলকাব্যের অপ্রধান শাখা–
মঙ্গলকাব্যের অপ্রধান শাখা দুইটি।
যথা– ১. ধর্মমঙ্গল ও ২. কালিকামঙ্গল।

পৌরাণিক শ্রেণি:
গৌরী মঙ্গল, ভবানী মঙ্গল, দুর্গা মঙ্গল, কমলা মঙ্গল, অন্নদা মঙ্গল, গঙ্গা মঙ্গল প্রভৃতি।

লৌকিক শ্রেণি:
শিবায়ন বা শিব মঙ্গল, মনসা মঙ্গল, চণ্ডী মঙ্গল, কালিকা মঙ্গল বা বিদ্যাসুন্দর, শীতলা মঙ্গল, ষষ্ঠী মঙ্গল, সূর্য মঙ্গল ইত্যাদি।

■ মঙ্গলকাব্যের প্রধান শাখা ৪টি।
যথা– ১. মনসামঙ্গল কাব্য ২. চণ্ডীমঙ্গল কাব্য
৩. ধর্মমঙ্গল কাব্য ৪. অন্নদামঙ্গল কাব্য।

সার্থক মঙ্গলকাব্যের খণ্ড:

সার্থক মঙ্গলকাব্যে ৫টি খণ্ড থাকে।

যথা– ১. বন্দনা খণ্ড, ২. আত্মপরিচয় খণ্ড, ৩. দেব খণ্ড, ৪. নর খণ্ড বা মর্ত্য খণ্ড ও ৫. শ্রুতিফল বা ফলশ্রুতি

মনসামঙ্গল কাব্য

মনসামঙ্গল কাব্য মঙ্গলকাব্যের ইতিহাসে সবচেয়ে প্রাচীন মঙ্গলকাব্য। মনসামঙ্গল কাব্যের নাম চরিত্র লৌকিক দেবী-সর্পদেবী মনসা। সাপের দেবী মনসাকে নিয়ে যে কাব্য রচিত তাই মনসামঙ্গল কাব্য। মঙ্গলকাব্য ধারায় মনসামঙ্গল কাব্যই সবচেয়ে প্রাচীন। লৌকিক ভয়ভীতি থেকেই এ দেবীর উদ্ভব। মনসা দেবীর অন্য নাম- কেতকী ও পদ্মাবতী। মনসামঙ্গল কাব্যের প্রধান প্রধান চরিত্র- দেবী মনসা, চাঁদ সওদাগর, সনকা, বেহুলা ও লখিন্দর।

মনসামঙ্গল কাব্যের কবি

১. মনসামঙ্গল কাব্যের আদি কবি কানা হরিদত্ত।

২. সুস্পষ্ট সন তারিখযুক্ত মনসামঙ্গল কাব্যের প্রথম রচয়িতা কবি বিজয়গুপ্ত। তার কাব্যের নাম পদ্মপুরাণ। কবি বিজয়গুপ্ত বরিশাল জেলার আগৈলকাড়া উপজেলার গৈলা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। গৈলা গ্রামের প্রাচীন নাম ফুল্লশ্রী। কবি বিজয়গুপ্ত সুলতান আলাউদ্দিন হুসেন শাহের শাসনামলে ১৪৯৪ খ্রিস্টাব্দে কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হন। তার কাব্যের ব্যাপক প্রচার হয়েছিল।

৩. মনসামঙ্গল কাব্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি নারায়ণদেব। বর্তমান কিশোরগঞ্জ জেলার বোর গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। নারায়ণ দেব পঞ্চদশ শতকের শেষ ভাগের কবি। তার কাব্যের নাম 'পদ্মপুরাণ'। পদ্মপুরাণের একটি চরণ-

"বিলিঙ্গ আমি পূঁজি জেই হাতে
সেই হাতে তোমারে পূজিতে না লয় চিত্তে"।

১. কবি বিপ্রদাস পিপিলাই ১৪৯৫ সালে 'মনসাবিজয়' কাব্য রচনা করেন।

২. দ্বিজ বংশীদাস রচিত মঙ্গলকাব্যের নাম 'পদ্মপুরাণ'। তিনি কিশোরগঞ্জ জেলার পাতোয়ারী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। দ্বিজ বংশীদাস কবি চন্দ্রাবতীর পিতা। চন্দ্রাবতী বাংলা সাহিত্যের প্রথম মহিলা কবি। কবি দ্বিজ বংশীদাস সুকণ্ঠ গায়ক হিসেবেও খ্যাত ছিলেন। তিনি বিভিন্ন শাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন এবং বাড়িতে ঢোল বাজাতেন।

৩. আরেক জনপ্রিয় কবি কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ পশ্চিমবঙ্গের কবি। জনপ্রিয়তায় শ্রেষ্ঠ কবি কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ-এর মূল নাম ক্ষেমানন্দ এবং কেতকাদাস তার উপাধি। কেতকী দেবী মনসার অপর নাম। কবি কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ দেবীকর্তৃক আদিষ্ট হয়ে কাব্য রচনা করেছেন। কবি ক্ষেমানন্দের কাব্যে মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল ও রামায়ণ কাহিনির প্রভাব রয়েছে।

৪. দেব নাগরী অক্ষরে ও আঞ্চলিক শব্দে লিখিত আরও একটি পুঁথি আবিষ্কৃত হয়েছে যার রচয়িতা ক্ষেমানন্দ নামে আরেক স্বতন্ত্র কবি।

৫. বাইশা: বাইশ কবির পদসংকলন বা 'বাইশ কবির মনসামঙ্গল' বা বাইশ কবির মনসা যা বাইশা নামে খ্যাত।

৬. মধ্যযুগের সবচেয়ে প্রতিবাদী চরিত্র চাঁদ সওদাগর। চাঁদ সওদাগরের স্ত্রীর নাম সনকা। চাঁদ সওদাগরের চৌদ্দ ডিঙ্গা মনসা ডুবিয়ে দিয়েছিল এবং ছয় পুত্রকে মেরে ফেলেছিল।

৭. বেহুলা স্বর্গের দেবতাদের নাচে গানে সন্তুষ্ট করলে মৃত স্বামী লখিন্দরের জীবন ফিরে পায়। চাঁদ সওদাগর অন্যদিকে ফিরে বাম হাতে মনসার মূর্তিতে ফুল ছুঁড়ে দিলে পৃথিবীতে মনসার পূজা প্রচলিত হয়।

গ্রন্থকার	গ্রন্থ	চরিত্র
কানাহরি দত্ত	'মনসামঙ্গল'	চাঁদ সওদাগর, বেহুলা, লখিন্দর

৮. 'বাইশা' মনসামঙ্গলের জনপ্রিয়তার জন্য বিভিন্ন কবির রচিত কাব্য থেকে বিভিন্ন অংশ সংকলিত করে যে পদসংকলন রচনা করা হয়েছিল তাই বাংলা সাহিত্যে বাইশ কবির মনসামঙ্গল বা বাইশা নামে পরিচিত।

৯. 'বারোমাসী' বা 'বারোমাস্যা' শব্দের অর্থ পুরো এক বছরের বিবরণ। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের লৌকিক কাহিনী বর্ণনায় নায়ক-নায়িকাদের বারো মাসের সুখ-দুঃখের বিবরণ প্রদানের রীতি দেখা যায়, একেই 'বারোমাসী' বা 'বারোমাস্যা' বলে।

১০. 'চৌতিশা' বিপন্ন নায়ক-নায়িকা চৌত্রিশ অক্ষরে ইষ্টদেবতার যে স্তব রচনা করে, তাকে বলে 'চৌতিশা'। ব্যঞ্জনবর্ণ (ক থেকে হ) পদের আদিতে প্রয়োগ করে 'চৌতিশা' রচিত হতো।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্য

চণ্ডীদেবীর কাহিনী অবলম্বনে রচিত কাব্য চণ্ডীমঙ্গল। চণ্ডীমঙ্গলকাব্য দুখণ্ডে বিভক্ত- (ক) আক্ষেটিক খণ্ড; (খ) বণিক খণ্ড। আক্ষেটিক খণ্ডে বর্ণিত অংশের নাম কালকেতু উপাখ্যান। দ্বিতীয়খণ্ড বণিকখণ্ডে বর্ণিত হয়েছে ধনপতি সওদাগরের কাহিনী।

কালকেতু উপাখ্যানে দেবী চণ্ডী স্বর্ণগোধিকার ছদ্মবেশ ধারণ করেন। কালকেতু স্বর্ণগোধিকাকে শিকার করে ঘরে নিয়ে গেলে কালকেতুর ঘরে গিয়ে দেবী নিজ রূপ ধারণ করেন। কালকেতুকে সাত ঘড়া ধন দিয়ে পূজা প্রচারের নির্দেশ দেন। দেবীর নির্দেশে কালকেতু গুজরাটে বন কেটে নগর পত্তন করে। কালকেতু মর্ত্যে আসার পূর্বে স্বর্গরাজ্যের দেবতা ইন্দ্রের পুত্র ছিল এবং তার নাম ছিল নীলাম্বর।

ফুল্লরা ছিল নীলাম্বর পত্নী, স্বর্গরাজ্যে নাম ছিল ছায়া। অভিশপ্ত হয়ে নীলাম্বর ও ছায়া মর্ত্যে ব্যাধের ঘরে জন্ম নেয়।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের চরিত্র পরিচিতি (ব্যাধ কালকেতুর কাহিনি থেকে):

১. দেবী চণ্ডী	• মহাদেব শিবের স্ত্রী। • তিনি একাধারে মানুষ ও পশুপাখির দেবী।
২. কালকেতু	• স্বর্গীয় নাম নীলাম্বর। • পৃথিবীতে এসে কালকেতু নামধারণ করেন। • শেষে দেবী চণ্ডীর অনুগ্রহে গুজরাট রাজ্যের রাজা হন।
৩. ফুল্লরা	• কালকেতুর স্ত্রী। • স্বর্গীয় নাম ছায়া। • মধ্যযুগের সবচেয়ে প্রতিবাদী নারী চরিত্র। • তার মুখ থেকে যে প্রতিবাদ শোনা যায়– "পিঁপড়ায় পাখা বাড়ে মরিবার তরে। কাহার ষোড়শী কন্যা আনিয়াছ ঘরে ॥" [স্বামী কালকেতুর সামনে এই প্রতিবাদ করেছে]
৪. মুরারিশীল	• মধ্যযুগের সবচেয়ে প্রতারক চরিত্র।
৫. ভাড়ুদত্ত	• মধ্যযুগের সবচেয়ে ষড়যন্ত্রকারী চরিত্র।

বণিক ধনপতি খণ্ডের চরিত্র :

ধনপতি সওদাগর, লহনা, খুল্লনা, খুল্লনার পুত্র– শ্রীমন্ত, শ্রীমন্তের স্ত্রী– জয়াবতী।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কবি

১. চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের আদি কবি মানিক দত্ত। মানিক দত্ত গৌড় বা মালদহ অঞ্চলের লোক ছিলেন।

২. দ্বিজ মাধব চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের অন্যতম কবি। তাকে স্বভাব কবি বলা হয়। তার কাব্যের নাম সারদামঙ্গল। সারদামঙ্গল কাব্য ১৫৭৯ খ্রিষ্টাব্দে রচিত। তার কাব্যে চণ্ডীর নাম 'মঙ্গলচণ্ডী'। 'মঙ্গল' নামে অসুর বধ করে দেবী এই নামে পরিচিত হয়েছেন। তিনি কৃষ্ণমঙ্গল ও গঙ্গামঙ্গল নামে আরো দুটি কাব্য রচনা করেন।

৩. চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তী। মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর উপাধি হলো কবিকঙ্কন। মুকুন্দরাম চক্রবর্তী ষোড়শ শতকে বর্ধমান জেলার রত্না নদীর কূলে দামুন্যা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ডিহিদার মাহমুদ শরীফের অত্যাচারের কারণে তিনি দামুন্যা ত্যাগ করে ব্রাহ্মণভূমির রাজা বাঁকুড়া রায়ের অরোরা গ্রামে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং তার ছেলে রঘুনাথের শিক্ষক নিযুক্ত হন। বাঁকুড়া রায়ের মৃত্যুর পর রঘুনাথ জমিদার হলে রঘুনাথের পৃষ্ঠপোষকতায় কবি মুকুন্দরাম 'শ্রী শ্রী চণ্ডীমঙ্গল কাব্য' রচনা করেন। জমিদার রঘুনাথ রায় কবি প্রতিভার স্বীকৃতিস্বরূপ কবি মুকুন্দরামকে 'কবিকঙ্কন' উপাধি দেন। তবে সুকুমার সেন একে স্বয়ংগৃহীত বলে মনে করেন। মুকুন্দরাম রচিত কাব্যের নাম 'চণ্ডীমঙ্গল'; এছাড়া অনেক ক্ষেত্রে 'অভয়মঙ্গল', 'আম্বিকামঙ্গল', 'গৌরীমঙ্গল', 'চণ্ডিকামঙ্গল' নামও পাওয়া যায়। মুকুন্দরাম রচিত চণ্ডীমঙ্গল তিনখণ্ডে বিভক্ত-

১) দেবখণ্ড-সতী ও পার্বতীর কাহিনী;
২) আক্ষেটিক খণ্ড-কালকেতুর কাহিনী ও
৩) বণিক খণ্ড- ধনপতি সওদাগরের কাহিনী।

৪. চণ্ডীমঙ্গলের আরেক কবি দ্বিজ রামদেব। তার কাব্যের নাম 'অভয়ামঙ্গল' কাব্য।

৫. চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের আরও একজন কবি মুক্তারাম সেন। মুক্তারাম সেন চট্টগ্রাম জেলার দেবগ্রামে -বর্তমানে আনোয়ারায়) জন্মগ্রহণ করেন।

৬. দেবরাম সেন রচিত কাব্যের নাম 'সারদামঙ্গল'।

৭. সপ্তদশ শতকের শেষ ভাগে কবি হরিরাম 'চণ্ডীমঙ্গল কাব্য' রচনা করেন।

৮. কবি লালা জয়নারায়ণ সেন চণ্ডীমঙ্গলের আরেক কবি। তিনি মুন্সীগঞ্জ জেলার বিক্রমপুরের জপসা অধিবাসী ছিলেন। কবি লালা জয়নারায়ণ সেন এর কাব্যের নাম "হরিলীলা"।

৯. কবি ভবানীশঙ্কর দাস ১৭৭৯ খ্রিষ্টাব্দে মঙ্গলচণ্ডী আঞ্চলিক ভাষায় রচনা করেন। তার কাব্য জাগরণের পুঁথি ও চণ্ডীমঙ্গল গীত নামেও পরিচিত।

১০. চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের শেষ কবি অকিঞ্চন চক্রবর্তী। অকিঞ্চন চক্রবর্তী মেদিনীপুরের ঘটাল মহকুমার বেঙ্গারাম গ্রামে বসবাস করতেন। অকিঞ্চন চক্রবর্তীর উপাধি ছিল কবীন্দ্র।

অন্নাদামঙ্গল কাব্য

দেবী অন্নদার গুণকীর্তন নিয়ে রচিত কাব্য অন্নদামঙ্গল কাব্য। এটি রচনা করেন ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর। তাকে মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ কবি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। অন্নদামঙ্গল কাব্য তিনখণ্ডে বিভক্ত- -১) প্রথম খণ্ড শিবনারায়ণ অন্নদামঙ্গল। (২) দ্বিতীয় খণ্ড- বিদ্যাসুন্দর কালিকামঙ্গল; (৩) তৃতীয় খণ্ড- মানসিংহ - ভবানন্দ অন্নদামঙ্গল।

প্রথম খণ্ড শিবনারায়ণ অন্নদামঙ্গল উপাখ্যানে সতীর দেহত্যাগ ও উমারূপে জন্মগ্রহণ, শিবের সাথে বিয়ে, ঘরকন্না ও অন্নপূর্ণা মূর্তিধারণ, পূঁজা প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি পৌরাণিক কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। প্রথম খণ্ডের প্রধান চরিত্র দেবতা শিব, উমা।

দ্বিতীয় খণ্ড বিদ্যাসুন্দর "কালিকামঙ্গল" উপাখ্যানের প্রধান চরিত্র সুন্দর, বিদ্যা, দেবী কালি, রাজা বীরসিংহ, হীরা মালিনী। ভাষা, ছন্দ, কাহিনী, উপমার বিচারে তার রচিত বিদ্যাসুন্দর কাব্যে শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার। তৃতীয় খণ্ড মানসিংহ ভবানন্দ উপাখ্যানের প্রধান চরিত্র-মানসিংহ, ভবানন্দ, দেবী অন্নদা, সম্রাট জাহাঙ্গীর, হরিহর, ঈশ্বরী পাটনি ।

অন্নদামঙ্গল কাব্যের দুটি বিশেষ চরিত্র ঈশ্বরী পাটনী ও হীরা মালিনী।

অন্নাদামঙ্গলের কবি

১. অন্নদামঙ্গল কাব্যের শ্রেষ্ঠ কবি ভারতচন্দ্র রায়। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি হিসেবে খ্যাত। মঙ্গল কাব্যধারার সর্বশেষ কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর। গুণাকর কবি ভারতচন্দ্রের উপাধি।

২. ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর বর্ধমান বিভাগের ভুরসুট পরগণার আধুনিক হাওড়া জেলার পেড়ো (পাঙুয়া) গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ভারতচন্দ্রের সম্ভাব্য জন্ম ১৭০৫ সালে বলে ধরা হয়। রাজা কৃষ্ণরায়ের বংশে ভারতচন্দ্রের জন্ম।

৩. ভারতচন্দ্রের কবি জীবনের সূত্রপাত হয় দেবনান্দপুর গ্রামে অবস্থানকালে। 'সত্যনারায়ণ পাঁচালী' রচনার মধ্যে দিয়ে। চল্লিশ বছর বয়সে ভারতচন্দ্র নবদ্বীপের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সভাকবি নিযুক্ত হন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় কবি ভারতচন্দ্র রায়ের কবিতায় মুগ্ধ হয়ে কবিকে 'গুণাকর' উপাধিতে ভূষিত করেন। ভারতচন্দ্র মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে 'অন্নদামঙ্গল কাব্য' রচনা করেন। কৃষ্ণচন্দ্র এ কাব্যে এত মুগ্ধ হন যে, এটি দরবারে গাওয়া হতো এবং এ কাব্য রচনার পর তিনি বর্তমান আকারে কালীপূজা প্রবর্তন করেন।

৪. ভারতচন্দ্রের প্রধান দুটি কাব্যগ্রন্থ হল 'অন্নদামঙ্গল' ও সত্য পীরের পাঁচালী'। ১৭৫৩ খ্রিষ্টাব্দে তিনি 'অন্নদামঙ্গল কাব্য' রচনা করেন। কবি ভারতচন্দ্র রচিত অন্নদামঙ্গল কাব্যের মোট পর্ব সংখ্যা ৮। তাঁর রচিত দুটি বিখ্যাত উক্তি হলো-

'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন' এবং 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে'।

আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহার সম্পর্কে ভারতচন্দ্রের বিখ্যাত পঙক্তি:

"প্রাচীন পণ্ডিতগণ গিয়েছেন কয়ে।
যে হৌক সে হৌক ভাষা কাব্যরস লয়ে"।

৫. ভারতচন্দ্র রায় মৈথিলী কবি ভানুদত্তের 'রসমঞ্জুরী' কাব্যের অনুবাদও করেছিলেন। কবি ভারতচন্দ্র রায়ের অসমাপ্ত রচনা 'চণ্ডীনাটক'।

গ্রন্থকার	গ্রন্থ	চরিত্র
ভারতচন্দ্র	'অন্নদামঙ্গল'	ঈশ্বরী পাটনী

কালিকামঙ্গল কাব্য

অপূর্ব রূপে গুণান্বিত রাজকুমার সুন্দর এবং বীরসিংহের অতুলনীয়া সুন্দরী ও বিদুষী কন্যা বিদ্যার গুপ্ত প্রণয়কাহিনী কালিকামঙ্গল কাব্যের মূল উপজীব্য বিষয়। মূল কাহিনী কাশ্মীরের বিখ্যাত কবি বিলহন কর্তৃক তার 'চৌরপঞ্চাশিকা' কাব্য সংস্কৃতে বিধৃত হয়েছিল। বিলহন একাদশ শতকের কবি। ক্রমে চৌরপঞ্চাশিকার কাহিনী বাংলায় এসে প্রণয়কাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত হয়ে কালিকামঙ্গলে স্থান পেয়েছে।

কালিকামঙ্গলের কবিগণ

১. কালিকামঙ্গল বা বিদ্যাসুন্দরের আদি কবি হলেন কবি কঙ্ক। তিনি কিশোরগঞ্জ জেলার নদীর তীরে বিপ্র গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার জীবনের করুণ ও বিচিত্র কাহিনি অবলম্বনে রচিত লোকগাথা 'কঙ্ক ও লীলা' নামে ময়মনসিংহ গীতিকোষে স্থান পেয়েছে।

২. বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী নিয়ে শ্রীধর নামে একজন হিন্দু লেখকের রচনা প্রথম লেখা বলে অনুমিত। তিনি চট্টগ্রামের কবি। তিনি ষোল শতকের শুরুতে নুসরত শাহের নির্দেশে এ কাব্য রচনা করেন।

৩. অন্নদামঙ্গলের কবি ভারতচন্দ্র রায় শ্রেষ্ঠমানের বিদ্যাসুন্দর কাব্যের রচয়িতা।
৪. সাবিরিদ খান (শাহ বারিদ খান) ছিলেন 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যের রচয়িতা। তিনি চট্টগ্রাম অঞ্চলের কবি ছিলেন। তিনি 'রসূল বিজয়' কাব্যও রচনা করেন। হযরত মুহম্মদ (সা:) এর রাজ্য জয়, তার মাহাত্ম্য ঘোষণা হচ্ছে 'রসূল বিজয়' গ্রন্থের বক্তব্য।
৫. কবি গোবিন্দদাস ১৫৯৫ খ্রিস্টাব্দে কালিকামঙ্গল কাব্য রচনা করেন।
৬. রামপ্রসাদ সেন কালিকামঙ্গলের বিশিষ্ট কবি। কবি রামপ্রসাদ ১৭২০ খ্রিষ্টাব্দে চব্বিশ পরগনা জেলার হালি শহরের নিকটবর্তী কুমারহট্ট গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। নবদ্বীপের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রামপ্রসাদকে 'কবিরঞ্জন' উপাধি দেন। কবি রামপ্রসাদের কাব্যের নাম 'কবিরঞ্জন'। রামপ্রসাদ শ্যামসঙ্গীত রচনায়ও অপরিসীম কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

অন্যান্য মঙ্গল কাব্য

অন্যান্য মঙ্গল কাব্যগুলো শিবায়ন বা শিবমঙ্গল, শীতলামঙ্গল, ষষ্ঠীমঙ্গল, সারদামঙ্গল, রায়মঙ্গল, গঙ্গামঙ্গল, পঞ্চাননমঙ্গল, অনাদিমঙ্গল, তীর্থমঙ্গল প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

শিবায়নবদ্ধ শিবমঙ্গল কাব্য

১. কৃষিভিত্তিক সমাজজীবনে বৈদিক দেবতা রুদ্র শিবের রূপ ধারণ করে। বাঙ্গালি হিন্দুদের জীবনে শিব ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই বাঙ্গালি সুখ-দুঃখ ভরা সংসারের কথা স্থান পেয়েছে শিবমঙ্গল কাব্যে।
২. শিব প্রাগবৈদিক দেবতা। লৌকিক দেবতা হিসেবে তার বিবর্তন ঘটেছে। পৌরাণিক লৌকিক উপাদান মিশ্রিত হয়ে শিবায়ন বা শিবমঙ্গল কাব্য রচিত। মনে করা হয় কবি রামকৃষ্ণ রায় শিবমঙ্গল কাব্যের আদি কবি। রামকৃষ্ণ রায় রচিত কাব্যের নাম 'শিবের মঙ্গল'।
৩. কবি কঙ্ক আনুমানিক ১৬৮০ খ্রিস্টাব্দে 'শিবমঙ্গল' কাব্য রচনা করেন।
৪. কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্য আঠার শতকের প্রথম দিকে 'শিবায়ন' বা 'শিব-কীর্তন' নামে কাব্য রচনা করেন। তিনি এ ধারার শ্রেষ্ঠ কাহিনী রচয়িতা।

ধর্মমঙ্গল কাব্য

ধর্মমঙ্গল কাব্যের কাহিনি দুটি- ১) রাজা হরিশ্চন্দ্রের কাহিনি; ২) লাউসেনের কাহিনী। 'রাজা হরিশ্চন্দ্রের কাহিনী'র প্রধান চরিত্র রাজা হরিশ্চন্দ্র বা লুইধর। 'লাউসেনের কাহিনি'র চরিত্র কর্ণসেন, রঞ্জাবতি, ধর্মঠাকুর, লাউসেন, মাহমুদ।

ধর্মমঙ্গলের কবি

১. ধর্মমঙ্গল কাব্যের আদিকবি ময়ুরভট্ট। তিনি সতের শতকের কবি ছিলেন। ময়ুরভট্ট রচিত কাব্যটি হচ্ছে "হাকন্দপুরাণ"। তবে তার রচনার একটি পদও পাওয়া যায়নি।
২. ধর্মমঙ্গলের দ্বিতীয় কবি আদি রূপরাম। কবি মাণিক গাঙ্গুলিই তাকে স্মরণ করে পদ রচনা করেন। তার কোন পুঁথি পাওয়া যায়নি।
৩. ধর্মমঙ্গলের আরেক কবি খেলারাম চক্রবর্তী। ধর্মমঙ্গল কাব্যের একজন অন্যতম কবি মানিকরাম গাঙ্গুলি। মানিকরামের সমসাময়িক আরেকজন কবি দ্বিতীয় রূপরাম। কবি দ্বিতীয় রূপরাম ১৫৯০ খ্রিষ্টাব্দে তার কাব্য রচনা করেন।
৪. ধর্মমঙ্গলের অন্যতম কবি শ্যামপণ্ডিত। শ্যাম পণ্ডিত রচিত কাব্যের নাম 'নিরঞ্জন মঙ্গল'।
৫. কবি ঘনরাম অষ্টাদশ শতকের ধর্মমঙ্গলের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। ১৭১২ খ্রিস্টাব্দে ঘনরাম চক্রবর্তীর কাব্য রচনা শেষ হয়। বর্ধমান জেলার কৃষ্ণপুর গ্রামে কবি ঘনরাম চক্রবর্তী জন্মগ্রহণ করেন। ধর্মঠাকুরের অনুগৃহীত লাউসেনের কাহিনীই ঘনরাম চক্রবর্তীর কাব্যের উপজীব্য।

কাব্যের নাম	রচিয়তাগণ	প্রধান চরিত্র
মঙ্গলকাব্য	কানাহরি দত্ত, বিজয়গুপ্ত, বিপ্রদাস পিপিলাই, দ্বিজ বংশীদাস, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ	চাঁদ সওদাগর, বেহুলা (পুত্রবধু), লখিন্দর (পুত্র), মনসা -সাপের দেবী)
চণ্ডীমঙ্গল	মানিক দত্ত, মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, দ্বিজ মাধব(স্বভাবকবি)	ফুল্লরা, কালকেতু, ধনপতি, ভাঁড়ু দত্ত(ষড়যন্ত্রকারী), মুরারি শীল (ঠগ)
অন্নদামঙ্গল	ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর	ঈশ্বরী পাটনী, হিরামালিনী
ধর্মমঙ্গল	ময়ূর ভট্ট, রূপরাম চক্রবর্তী, ঘনরাম চক্রবর্তী, শ্যাম পণ্ডিত	হরিশচন্দ্র, লাউসেন

এক কথায় উত্তর

১. **মঙ্গলকাব্য কী?**
উত্তর: ধর্মবিষয়ক আখ্যান কাব্য।
২. **মঙ্গলকাব্যের প্রধান শাখা কয়টি?**
উত্তর: ৩টি।
৩. **'মনসামঙ্গল' কাব্যের আদিকবি কে?**
উত্তর: কানা হরিদত্ত।
৪. **মঙ্গলকাব্য রচনার সময়সীমা কত?**
উত্তর: খ্রিস্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী।
৫. **মনসামঙ্গলের পালা কয়টি?**
উত্তর: ৩০টি পালা।
৬. **চণ্ডীমঙ্গলের কয়টি পালা?**
উত্তর: ১৬টি।
৭. **মঙ্গলকাব্যের প্রধান দুই দেবী কে কে?**
উত্তর: মনসা ও চণ্ডী।
৮. **পৌরাণিক শ্রেণির মঙ্গলকাব্য কী কী?**
উত্তর: গৌরীমঙ্গল, ভবানীমঙ্গল, দুর্গামঙ্গল, অন্নদামঙ্গল।
৯. **লৌকিক শ্রেণির মঙ্গলকাব্য কী কী?**
উত্তর: শিবমঙ্গল, মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, সারদামঙ্গল।
১০. **মঙ্গলকাব্যের কয়টি অংশ থাকে?**
উত্তর: ৫টি।
১১. **আদিমঙ্গল কাব্য কোনটি?**
উত্তর: মনসামঙ্গল।
১২. **মনসামঙ্গল কাব্যের অপর নাম কী?**
উত্তর: পদ্মপুরাণ।

১৩. সাপের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মনসার অপর নাম কী?
উত্তর: কেতকী ও পদ্মাবতী।

১৪. শেষদিনে পরিবেশন করা মনসামঙ্গলের অংশকে কী বলা হয়?
উত্তর: অষ্টামঙ্গল।

১৫. মনসামঙ্গলের শ্রেষ্ঠ কবি কে?
উত্তর: বিজয়গুপ্ত।

১৬. 'বারোমাসী' বা 'বারোমাস্যা' কী?
উত্তর: পুরো এক বছরের বিবরণ।

১৭. মনসামঙ্গলের প্রধান চরিত্রগুলো কী কী?
উত্তর: চাঁদ সওদাগর, বেহুলা, লখিন্দর, মনসা।

১৮. চণ্ডীমঙ্গলের আদি কবি কে?
উত্তর: মানিক দত্ত।

১৯. চণ্ডীমঙ্গলের প্রধান কবি কে?
উত্তর: মুকুন্দরাম চক্রবর্তী।

২০. মুকুন্দরাম চক্রবর্তীকে 'কবিকঙ্কন' উপাধি দেন কে?
উত্তর: জমিদার রঘুনাথ রায়।

২১. চণ্ডীমঙ্গল কাব্য কয় খণ্ডে বিভক্ত?
উত্তর: দুই খণ্ডে।

২২. চণ্ডীমঙ্গলের 'স্বভাব কবি' বলা হয় কাকে?
উত্তর: দ্বিজ মাধবকে।

২৩. দ্বিজ মাধব রচিত কাব্যের নাম কী?
উত্তর: সারদামঙ্গল (১৫৭৯)।

২৪. চণ্ডীমঙ্গলের শেষ কবি কে?
উত্তর: অকিঞ্চন চক্রবর্তী।

২৫. কালকেতু ও ফুল্লরা বাংলা সাহিত্যের কোন কাব্যের চরিত্র?
উত্তর: চণ্ডীমঙ্গল।

২৬. অন্নদামঙ্গল কাব্য কয়ভাগে বিভক্ত?
উত্তর: ৩টি খণ্ডে।

২৭. অন্নদামঙ্গল কাব্যে কার বন্দনা আছে?
উত্তর: দেবী অন্নদার।

২৮. অন্নদামঙ্গল ধারার প্রধান কবি কে?
উত্তর: ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর।

২৯. ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর কার আদেশে 'অন্নদামঙ্গল' কাব্য রচনা করেন?
উত্তর: নবদ্বীপের রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে।

৩০. 'সত্য পীরের পাঁচালী' কে রচনা করেন?
উত্তর: ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর।

৩১. অন্নদামঙ্গল কাব্যের দুটি বিশেষ চরিত্র কে কে?
উত্তর: ঈশ্বরী পাটনী ও হীরা মালিনী।

৩২. মঙ্গল কাব্যধারার সর্বশেষ কবি কে?
উত্তর: ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর।

৩৩. ভারতচন্দ্রের জন্ম কোন বংশে?
উত্তর: রাজা কৃষ্ণরায়ের বংশে।

৩৪. ভারতচন্দ্র রচিত অন্নদামঙ্গল কাব্যের মোট পর্ব সংখ্যা কত?
উত্তর: ৮।

৩৫. ধর্মমঙ্গল কাব্যে কার জয়গান ধ্বনিত হয়েছে?
উত্তর: ধর্মঠাকুরের।

৩৬. অনাবৃষ্টি হলে ফসল দেন কোন দেবী/দেবতা?
উত্তর: ধর্মঠাকুর।

৩৭. কোন সমাজে ধর্মঠাকুরের পূজা প্রচলিত ছিল?
উত্তর: ডোম।

৩৮. ধর্মমঙ্গল কাব্যের আদি কবি কে?
উত্তর: ময়ূরভট্ট।

৩৯. 'ময়ূরভট্ট' রচিতকাব্যের নাম কী?
উত্তর: হাকন্দপুরাণ।

৪০. অষ্টাদশ শতকে মঙ্গলকাব্যের শ্রেষ্ঠ কবি কে?
উত্তর: ঘনরাম চক্রবর্তী।

৪১. ধর্মমঙ্গল কয়টি পালায় বিভক্ত?
উত্তর: দুটি।

৪২. 'নিরঞ্জনমঙ্গল' কে রচনা করেন?
উত্তর: ধর্মমঙ্গলের অন্যতম কবি শ্যামপণ্ডিত।

৪৩. লাউসেনের কাহিনিটি কে রচনা করেন?
উত্তর: ঘনরাম চক্রবর্তী।

৪৪. 'বিদ্যাসুন্দর' নামে অভিহিত কোন কাব্য?
উত্তর: কালিকামঙ্গল।

৪৫. দেবী কালির মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠা নিয়ে রচিত কাব্য কোনটি?
উত্তর: কালিকামঙ্গল।

৪৬. 'বিদ্যাসুন্দর' কে রচনা করেন?
উত্তর: সাবিরিদ খান।

৪৭. কোন কাব্য অবলম্বনে কালিকামঙ্গল কাব্য রচিত?
উত্তর: চৌরপঞ্চাশিকা।

৪৮. কালিকামঙ্গল কাব্যের আদি কবি কে?
উত্তর: কবি কঙ্ক।

৪৯. শিবমঙ্গল কাব্যের প্রথম কবি কে?
উত্তর: রামকৃষ্ণ রায়।

৫০. শিবমঙ্গল ধারার শ্রেষ্ঠ কাহিনীর রচয়িতা কে?
উত্তর: রামেশ্বর ভট্টাচার্য।

৫১. মঙ্গলকাব্য কাকে বলে?
উত্তর: প্রাচীন বাংলার সনাতন ধর্মাবলম্বীদের বিশ্বাস মতে যে কাব্য শ্রবণ করলে মঙ্গল হয়, কল্যাণ হয়, অকল্যাণ দূর হয়, তাকে মঙ্গলকাব্য বলে।

৫২. মঙ্গলকাব্যের মূল উপজীব্য কী?
উত্তর: দেবদেবীর গুণকীর্তন।

৫৩. মঙ্গলকাব্য কত শ্রেণির?
উত্তর: ২ ধরনের। লৌকিক ও পৌরাণিক।

৫৪. একটি সার্থক মঙ্গলকাব্যে কয়টি অংশ থাকে?
উত্তর: ৫টি। বন্দনা, আত্মপরিচয়, দেবখন্ড, মর্ত্যখণ্ড ও শ্রুতিফল।

৫৫. দুইটি লৌকিক মঙ্গলকাব্যের নাম লিখুন?
উত্তর: মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল।

৫৬. একটি উল্লেখযোগ্য পৌরাণিক মঙ্গলকাব্যের নাম লিখুন?
উত্তর: অন্নদামঙ্গল।

৫৭. মঙ্গলকাব্য রচনার মূল কারণ কী?
উত্তর: স্বপ্নে দেবী কর্তৃক আদেশ লাভ।

৫৮. কোন দেবীর কাহিনী নিয়ে মনসামঙ্গল কাব্য রচিত?
উত্তর: মনসা দেবী।

৫৯. বাংলা সাহিত্যে মঙ্গল কাব্যধারায় সবচেয়ে প্রাচীনতম ধারা কোনটি?
উত্তর: মনসামঙ্গল কাব্য।

৬০. মনসামঙ্গল কাব্যের প্রতিনিধি স্থানীয় কবি কে?
উত্তর: বিজয় গুপ্ত।

৬১. চাঁদ সওদাগর বাংলা কোন কাব্যধারার চরিত্র?
উত্তর: মনসামঙ্গল কাব্য।

৬২. মনসামঙ্গল কাব্যের দুইটি চরিত্রের নাম লিখুন?
উত্তর: চাঁদ সওদাগর, বেহুলা।

৬৩. মনসামঙ্গলের কোন কবি সুকণ্ঠ গায়ক হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছিল?
উত্তর:দ্বিজ বংশীদাস।

৬৪. কেতকাদাস কার উপাধি?
উত্তর: ক্ষেমানন্দের।

৬৫. বিপ্রদাস পিপিলাই রচিত কাব্যের নাম কী?
উত্তর: মনসা বিজয়।

৬৬. 'বেহুলা' চরিত্রটি কোন মঙ্গলকাব্যের সম্পদ?
উত্তর: মনসামঙ্গল।

৬৭. মঙ্গলকাব্য ধারার শ্রেষ্ঠ মঙ্গলকাব্য কোনটি?
উত্তর: চণ্ডীমঙ্গল।

৬৮. মঙ্গলকাব্যে কোন কোন দেবীর প্রাধান্য সর্বাপেক্ষা বেশি?
উত্তর: মনসা ও চণ্ডীদেবীর।

৬৯. চণ্ডীমঙ্গল কাব্য কত খণ্ডে বিভক্ত?
উত্তর: ২ খণ্ডে। কালকেতু উপাখ্যান ও ধনপতি উপাখ্যান।

৭০. প্রকৃত চণ্ডীমঙ্গল বলতে আমরা কোন খণ্ডকে বুঝি?
উত্তর: কালকেতু উপাখ্যানকে।

৭১. চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কয়েকটি চরিত্রের নাম লিখুন?
উত্তর: কালকেতু, ফুল্লরা, ভাড়ু দত্ত, মুরারীশীল, পুষ্পকেতু।

৭২. চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের শ্রেষ্ঠ কবি কে? তিনি কোন শতকের কবি?
উত্তর: মুকুন্দরাম চক্রবর্তী। তিনি ১৬ শতকের কবি।

৭৩. মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর উপাধি কী? কে তাকে এই উপাধি প্রদান করেন এবং কেন?
উত্তর: কবি কঙ্কন। মেদিনীপুর জেলার আবরা ব্রাহ্মণ জমিদার রঘুনাথ চণ্ডীমঙ্গল কাব্য রচনার জন্য তাকে এ উপাধি দেন।

৭৪. চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে কতজন কবির পরিচয় পাওয়া যায়?
উত্তর: ১৯ জন।

৭৫. ভাড়ুদত্ত কোন কাব্যের চরিত্র?
উত্তর: চণ্ডীমঙ্গল।

৭৬. মঙ্গলকাব্য ধারায় কোন কবিকে দু:খবাদী কবি বলে অভিহিত করা হয়?
উত্তর: চণ্ডীদাসকে।

৭৭. মধ্যযুগের সর্বশেষ কবি কে? তিনি কত খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন?
উত্তর: ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর। তিনি ১৭৬০ খ্রি: মৃত্যুবরণ করেন।

৭৮. "বড়র পিরীত বালির বাঁধ! ক্ষণে হাতে দড়ি, ক্ষণেকে চাঁদ"- চরণ দু'টি কার রচনা?
উত্তর: ভারতচন্দ্র রায়।

৭৯. 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে'-বাংলা সাহিত্যের কোন কাব্যে বাঙালির প্রার্থনা ধ্বনিত হয়েছে?
উত্তর: অন্নদামঙ্গল।

৮০. অন্নদামঙ্গল কাব্য কত খণ্ডে বিভক্ত? প্রকৃত অন্নদামঙ্গল কোন খণ্ডটি?
উত্তর: ৩ খণ্ডে। প্রকৃত অন্নদামঙ্গল হল মানসিংহ-ভবানন্দ উপাখ্যান।

৮১. অন্নদামঙ্গল কাব্যের কয়েকটি চরিত্রের নাম লিখুন?
উত্তর: মানসিংহ-ভবানন্দ-প্রতাপাদিত্য, ঈশ্বরীপাটনী।

৮২. ভারতচন্দ্র রায়ের উপাধি কী? কে, কেন তাকে এই উপাধি প্রদান করেন?
উত্তর: গুণাকর। নবদ্বীপের রাজা মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র অন্নদামঙ্গল কাব্য রচনার জন্য তাকে এ উপাধি দেন।

৮৩. মঙ্গলকাব্য ধারার সর্বশেষ কবি কে? তিনি কোন শতকের কবি?
উত্তর: ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর। তিনি অষ্টাদশ শতকের কবি।

৮৪. নগাষ্টক ও গঙ্গাষ্টক কোন জাতীয় রচনা? রচয়িতার নাম কী?
উত্তর: সংস্কৃত ভাষায় লেখা দুটি ক্ষুদ্র কবিতা, রচয়িতা ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর।

৮৫. "মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন" ও "নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়?"-সুভাষিত বাক্য দুটির স্রষ্টা কে?
উত্তর: ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর।

৮৬. 'মানসিংহ ভবানন্দ উপাখ্যান' কার রচনা?
উত্তর: ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর।

৮৭. মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ কবি হলেন–
উত্তর: ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর।

৮৮. 'অন্নদামঙ্গল' কাব্য কার রচনা?
উত্তর: ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর।

৮৯. বিদ্যা, সুন্দর, হীরামালিনী চরিত্রগুলো কোন কাব্যে পাওয়া যায়?
উত্তর: কালিকামঙ্গল কাব্যের।

৯০. কালিকামঙ্গল কাব্যের অন্য নাম কী?
উত্তর: বিদ্যাসুন্দর কাব্য।

৯১. কালিকামঙ্গল কাব্য ধারার মুসলিম কবি কে? তিনি কোন শতকের কবি?
উত্তর: সাবিরিদ খান। ষোড়শ শতকের।

৯২. ধর্মমঙ্গল কাব্যের আদি কবি কে? তার রচিত কাব্যের নাম কী?
উত্তর: ময়ূরভট্ট। তার রচিত কাব্যের নাম হাকন্দ পুরাণ/-শ্রী ধর্মমঙ্গল কাব্য)।

৯৩. কবিরঞ্জন কার উপাধি? তার কাব্যের নাম কী? কে তাকে এই উপাধি প্রদান করেন?
উত্তর: রাম প্রসাদ সেনের। তার কাব্যের নাম 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্য। নবদ্বীপের রাজা মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র তাকে কবিরঞ্জন উপাধি প্রদান করেন।

৯৪. রুপরাম চক্রবর্তী কোন মঙ্গলকাব্য ধারার কবি?
উত্তর: ধর্মমঙ্গল কাব্যের কবি।

৯৫. ধর্মমঙ্গলের শ্রেষ্ঠ কবি কে? তিনি কোন শতকের কবি?
উত্তর: ঘনরাম চক্রবর্তী। অষ্টাদশ শতকের।

৯৬. ধর্মমঙ্গল কাব্য কত খণ্ডে বিভক্ত ও কী কী?
উত্তর: দুই খণ্ডে। লাউসেনের কাহিনী ও হরিশ্চন্দ্রের কাহিনী।

৯৭. 'হাকন্দ পুরাণ' গ্রন্থটি কার রচিত?
উত্তর: ময়ূরভট্ট।

৯৮. বাংলা সাহিত্যে প্রথম কোন ব্যক্তির জীবনী লেখা হয়?
উত্তর: শ্রী চৈতন্যদেব।

৯৯. 'রসূল বিজয়'-এর রচয়িতা কে?
উত্তর: জয়েন উদ্দীন/জৈনুদ্দিন।

Teacher's Work

১. মনসা দেবীকে নিয়ে লেখা বিজয়গুপ্তের মঙ্গলকাব্যের নাম কী? [৪৩তম বিসিএস]
ক মনসামঙ্গল খ মনসাবিজয়
গ পদ্মপুরাণ ঘ পদ্মাবতী — গ

২. মঙ্গলকাব্যের কবি নন কে? [৩৫তম বিসিএস]
ক কানাহরি দত্ত খ ভারতচন্দ্র
গ মানিক দত্ত ঘ দাশু রায় — ঘ

৩. মঙ্গলযুগের সর্বশেষ কবির নাম কী? [২৮তম বিসিএসব]
ক বিজয় গুপ্ত খ ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর
গ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী ঘ কানাহরি দত্ত — খ

৪. মনসামঙ্গলের কবি কে?
ক বিজয় গুপ্ত খ কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ
গ বিপ্রদাস পিপিলাই ঘ ওপরের তিনজনই — ঘ

৫. "অন্নদামঙ্গল" কাব্যের রচয়িতা কে?
ক মুকুন্দরাম চক্রবর্তী খ বিহারীলাল চক্রবর্তী
গ ভারতচন্দ্র ঘ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর — গ

৬. 'বাইশা' কী?
ক মনসামঙ্গল কাব্যের একজন কবি
খ চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের একজন কবি
গ মনসামঙ্গল কাব্যের বাইশ জন ছোট-বড় কবি
ঘ চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের ছোট-বড় বাইশ জন কবি — গ

৭. 'রায়গুণাকর' উপাধি লাভ করেন কে?
ক ঈশ্বরগুপ্ত খ আলাওল
গ মুকুন্দরাম ঘ ভারতচন্দ্র — ঘ

৮. কবি ভারতচন্দ্রকে 'রায়গুণাকর' উপাধি দিয়েছেলেন কে?
ক জমিদার রঘুনাথ খ রাজা কৃষ্ণচন্দ্র
গ চণ্ডীদাস ঘ ময়ূরভট্ট — খ

৯. "নিরঞ্জনমঙ্গল" কাব্যের রচয়িতা কে?
ক শ্যাম পণ্ডিত খ রামাই পণ্ডিত
গ লোচন দাস ঘ গোবিন্দ দাস — ক

১০. খেলারাম চক্রবর্তী কোন কাব্যের কবি ছিলেন?
ক মনসামঙ্গল খ ধর্মমঙ্গল
গ অন্নদামঙ্গল ঘ কালিকামঙ্গল — খ

Unique Question for Student Practice

১. কোন শাসকদের সময়কে বাংলা সাহিত্যের অন্ধকার যুগ বলা হয়?
ক পাল খ সেন
গ গুপ্ত ঘ তুর্কি — ঘ

২. কোন সময়কে বাংলা সাহিত্যের 'অন্ধকার যুগ' বলা হয়?
ক ১২০১-১৩৫০ খ্রি. খ ৬০০-৯৫০ খ্রি.
গ ১৩৫১-১৫০০ খ্রি. ঘ ৬০০-৭৫০ খ্রি. — ক

৩. মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন কোনটি?
ক শ্রীকৃষ্ণকীর্তন খ চর্যাপদ
গ বৈষ্ণব পদাবলি ঘ নাথ সাহিত্য — গ

৪. সর্বজন স্বীকৃত ও খাঁটি বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম কাব্যগ্রন্থ কোনটি?
ক চর্যাপদ খ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন
গ ইউসুফ জোলেখা ঘ পদ্মাবতী — খ

৫. মধ্যযুগীয় এক শ্রেণির ধর্মবিষয়ক আখ্যান কাব্যের উদাহরণ-
ক গীতিকাব্য খ মঙ্গলকাব্য
গ জীবনীকাব্য ঘ চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয় — খ

৬. মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের অন্যতম নিদর্শন কী?
ক চতুর্দশপদী কবিতা খ চর্যাপদ
গ ছোটগল্প ঘ মঙ্গলকাব্য — ঘ

৭. 'মঙ্গলকাব্য' সমূহের বিষয়বস্তু মূলত-
ক লোকসংগীত খ মধ্যযুগের সমাজ ব্যবস্থার বর্ণনা
গ ধর্মবিষয়ক আখ্যান ঘ পীর পাঁচালী — গ

৮. মঙ্গলকাব্য রচনার মূলে উল্লিখিত কারণ কী?
ক রাজাদের প্রাপ্তি
খ স্বপ্নে দেবী কর্তৃক আদেশ লাভ
গ রাজা ও সভাসদের মনোরঞ্জন করা
ঘ রাজকবির দায়িত্ব পালন — খ

৯. কোন মঙ্গলকাব্যে কয়টি অংশ থাকে?
ক ৩টি খ ৫টি
গ ৭ টি ঘ ৮ টি — খ

১০. মঙ্গলকাব্যের রচয়িতা নন-
ক ভারতচন্দ্র খ বড়ু চণ্ডীদাস
গ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী ঘ বিজয় গুপ্ত — খ

১১. কোনটি আধুনিকযুগের কাব্য?
ক মনসামঙ্গল খ অন্নদামঙ্গল
গ কালিকামঙ্গল ঘ সারদামঙ্গল — ঘ

১২. 'মনসামঙ্গল' কাব্যের আদি কবি কে?
ক কৃত্তিবাস খ মালাধর বসু
গ মানিক দত্ত ঘ কানাহরি দত্ত — ঘ

১৩. কোন দেবীর কাহিনী নিয়ে 'মনসামঙ্গল' কাব্য রচিত?
ক লখিন্দরের দেবী খ পদ্মাবতী দেবী
গ মনসা দেবী ঘ বেহুলা ও চাঁদসুন্দর — গ

১৪. মুকুন্দরাম চক্রবর্তী কোন ধারার কবি?
ক মনসামঙ্গল খ শীতলামঙ্গল
গ চণ্ডীমঙ্গল ঘ পদাবলি — **গ**

১৫. 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের প্রধান/শ্রেষ্ঠ কবি কে?
ক কানাহরি দত্ত খ শাহ মুহম্মদ সগীর
গ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী ঘ ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর — **গ**

১৬. বৈষ্ণব পদাবলির প্রথম কবি কে?
ক শ্রীচৈতন্য দেব খ বিদ্যাপতি
গ জ্ঞানদাস ঘ চণ্ডীদাস — **খ**

১৭. বাংলা ভাষায় বৈষ্ণব পদাবলির আদি রচয়িতা কে?
ক চণ্ডীদাস খ বিদ্যাপতি
গ জ্ঞানদাস ঘ আলাওল — **ক**

১৮. বৈষ্ণব পদকর্তা 'চণ্ডীদাস' কত জন?
ক ৩ জন খ ২ জন
গ ৪ জন ঘ ৫ জন — **ক**

১৯. 'মৈথিলী কোকিল' খ্যাত কে?
ক জ্ঞানদাস খ গোবিন্দদাস
গ বিদ্যাদাস ঘ বিদ্যাপতি — **ঘ**

২০. কোন কবির উপাধি 'কবিকণ্ঠহার'?
ক চণ্ডীদাস খ বিদ্যাপতি
গ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী ঘ ভারতচন্দ্র — **খ**

২১. বৈষ্ণব পদাবলির অবাঙালি কবি কে?
ক গোবিন্দদাস খ জ্ঞানদাস
গ চণ্ডীদাস ঘ বিদ্যাপতি — **ঘ**

২২. বিদ্যাপতি কোন ভাষায় পদ রচনা করেন?
ক ফারসি খ ব্রজবুলি
গ মারাঠি ঘ হিন্দি — **খ**

২৩. কোন কবি বাঙালি না হয়েও বাংলা সাহিত্যে স্বতন্ত্র স্থান দখল করে আছেন?
ক বিদ্যাপতি খ জয়দেব
গ গোবিন্দদাস ঘ এদের কেউ নয় — **ক**

২৪. মহাভারতের শ্রেষ্ঠ অনুবাদক কে?
ক কবীন্দ্র পরমেশ্বর খ কাশীরাম দাস
গ শ্রীকর নন্দী ঘ সঞ্জয় — **খ**

২৫. কাশীরাম দাস কোন গ্রন্থের অনুবাদক?
ক মহাভারত খ বেদ
গ রামায়ণ ঘ গীতা — **ক**

২৬. কোন উক্তিটি ঠিক?
ক বৈষ্ণব পদাবলি মধ্যযুগের বাংলার এক প্রকার কাহিনিকাব্য
খ বৈষ্ণব পদাবলি বৈষ্ণব ধর্মের যৌক্তিক ব্যাখ্যা
গ বৈষ্ণব পদাবলি পদ্যে রচিত চৈতন্য দেবের জীবনী বিশেষ
ঘ বৈষ্ণব পদাবলি রাধা ও কৃষ্ণের আকর্ষণ-বিকর্ষণের বিচিত্র অনুভূতি সম্বলিত এক প্রকার গান — **ঘ**

২৭. বৈষ্ণব পদসাহিত্যের রচয়িতা কে?
ক চণ্ডীদাস খ জ্ঞানদাস
গ গোবিন্দ দাস ঘ তিনজনই — **ঘ**

২৮. বিদ্যাপতির জন্ম-
ক আনুমানিক ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে
খ আনুমানিক চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ ভাগে
গ আনুমানিক চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে
ঘ তার জন্মকাল উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি — **খ**

২৯. বৈষ্ণব সাহিত্য কোনটির ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত?
ক চৈতন্য জীবনী খ রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা
গ বৌদ্ধধর্ম ঘ ব্রাহ্মধর্ম — **খ**

৩০. বৈষ্ণব পদাবলির অধিকাংশ পদ কোন ভাষায় রচিত?
ক মৈথিলি ভাষায় খ বাংলা ভাষায়
গ প্রাকৃত ভাষায় ঘ ব্রজবুলি ভাষায় — **ঘ**

৩১. রবীন্দ্রনাথ কার কাব্যকে [বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে] 'রাজকণ্ঠের মণিমালা' বলে অভিহিত করেছেন?
ক বিদ্যাপতির খ জ্ঞানদাসের
গ চণ্ডীদাস ঘ গোবিন্দদাসের — **ক**

৩২. 'অভিনব জয়দেব' কোন কবি?
ক চণ্ডীদাস খ বড়ু চণ্ডীদাস
গ দ্বিজ চণ্ডীদাস ঘ বিদ্যাপতি — **ঘ**

৩৩. বৈষ্ণব পদাবলিতে মূলত কিসের সম্পর্ক দেখানো হয়?
ক স্রষ্টা ও সৃষ্টির সম্পর্ক খ রাধা ও কৃষ্ণের সম্পর্ক
গ নর ও নারীর সম্পর্ক ঘ চৈতন্যদেব ও শ্রীকৃষ্ণের সম্পর্ক — **ক**

৩৪. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে প্রাচীনতম চণ্ডীদাস কে?
ক দীন চণ্ডীদাস খ দ্বিজ চণ্ডীদাস
গ বড়ু চণ্ডীদাস ঘ চণ্ডীদাস — **গ**

৩৫. বাংলায় এক ছত্র পদ না লিখেও কে বাংলার কবি হয়েছিলেন?
ক বিদ্যাপতি খ চণ্ডীদাস
গ জ্ঞানদাস ঘ গোবিন্দ দাস — **ক**

৩৬. 'শূন্যপুরাণ' কাব্য কার রচনা?
ক লুইপা খ কাহ্নপা
গ দৌলত উজির বাহরাম খান ঘ রামাই পণ্ডিত — **ঘ**

৩৭. 'আঁধার যুগে'র রচনা বলা হয় কোনটিকে?
ক চর্যাপদ খ মনসামঙ্গল
গ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ঘ প্রাকৃতপৈঙ্গল — **ঘ**

৩৮. 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' আবিষ্কার করেন–
ক হরপ্রসাদ শাস্ত্রী খ রামমোহন রায়
গ বসন্তরঞ্জন রায় ঘ প্রমথ চৌধুরী — **গ**

৩৯. 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যখানি আবিষ্কৃত হয় কোথায়?
ক রাজপ্রাসাদে খ গোয়ালঘরে
গ কুঁড়েঘরে ঘ গ্রন্থাগারে — **খ**

৪০. 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের খণ্ড সংখ্যা-
ক ১৪ খ ১৫
গ ১৩ ঘ ১২ — **গ**

৪১. 'বড়ায়ি' কোন কাব্যের চরিত্র?
ক মনসামঙ্গল খ চণ্ডীমঙ্গল
গ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ঘ পদ্মাবতী — **গ**

৪২. কোন কবি 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যের প্রণেতা?
ⓚ বংশীদাস চক্রবর্তী ⓚ রূপরাম চক্রবর্তী
ⓖ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী ⓖ বলরাম চক্রবর্তী **খ**

৪৩. ভুরসুট পরগনার পাণ্ডুয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন-
ক) মুকুন্দরাম চক্রবর্তী খ) ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর
গ) ময়ূর ভট্ট ঘ) কানাহরি দত্ত **খ**

৪৪. কোনটি কবি ভারতচন্দ্রের উপাধি?
ক) রায়গুণাকর খ) কবিকণ্ঠহার
গ) কবিকঙ্কন ঘ) কবিরঞ্জন **ক**

৪৫. 'রায়গুণাকর' কার উপাধি?
ক) মালাধর বসু খ) মুকুন্দরাম
গ) ভারতচন্দ্র ঘ) ময়ূরভট্ট **গ**

৪৬. মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি কে?
ক) হরি দত্ত খ) ভারতচন্দ্র
গ) মুকুন্দরাম ঘ) চণ্ডীদাস **খ**

৪৭. "অন্নদামঙ্গল' কাব্য কে রচনা করেন?
ক) কানাহরি দত্ত খ) বিজয় গুপ্ত
গ) ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ঘ) ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর **ঘ**

৪৮. 'মানসিংহ ভবানন্দ উপাখ্যান' কার রচনা?
ক) কানাহরি দত্ত খ) বিজয় গুপ্ত
গ) মুকুন্দরাম ঘ) ভারতচন্দ্র **ঘ**

৪৯. 'বড়র পিরিতি বালির বাঁধ! ক্ষণে হাতে দড়ি, ক্ষণেক চাঁদ'- চরণ দুটি কার রচনা?
ক) আলাওল খ) ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর
গ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঘ) শেখ ফজলুল করিম **খ**

৫০. বারমাস্যা কাকে বলে?
ক) নায়িকার বারমাসের সুখ-দুঃখের বর্ণনা
খ) দেবদেবীর পূজা প্রচারের কাহিনি
গ) নায়ক-নায়িকার প্রেমের ধারাবাহিক বিন্যাস
ঘ) বারমাসের চাষাবাদের বিবরণ **ক**

৫১. 'ভাঁড়ুদত্ত' চরিত্রটি পাওয়া যায় কোন গ্রন্থে?
ক) মনসামঙ্গল কাব্য খ) অন্নদামঙ্গল কাব্য
গ) চণ্ডীমঙ্গল কাব্য ঘ) ধর্মমঙ্গল কাব্য **গ**

৫২. বিপ্রদাস পিপিলাই রচিত কাব্যের নাম কী?
ক) মনসামঙ্গল খ) মনসাবিজয়
গ) চাঁদ সওদাগরের কাহিনি ঘ) মনসা প্রশস্তি **খ**

৫৩. আরাকান রাজসভার সাহিত্যিক ছিলেন–
ক) শাহ মুহম্মদ সগীর খ) সৈয়দ হামজা
গ) কবি জয়দেব ঘ) আলাওল **ঘ**

৫৪. মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে কোন ধর্মপ্রচারক এর প্রভাব অপরিসীম?
ক) শ্রীচৈতন্যদেব খ) শ্রীকৃষ্ণ
গ) আদিনাথ ঘ) মনোহর দাশ **ক**

৫৫. চৈতন্যদেব ছিলেন–
ক) বৈষ্ণব ধর্মের প্রচারক খ) পদাবলির রচয়িতা
গ) ব্রজবুলি ভাষার প্রবর্তক ঘ) সঙ্গীতজ্ঞ **ক**

৫৬. কে বাংলা ভাষার কবি নন?
ক) জ্ঞানদাস খ) জয়দেব
গ) মুকুন্দরাম ঘ) চণ্ডীদাস **খ**

৫৭. ব্রজবুলি ভাষা কী?
ক) বাংলার ভাষা খ) ব্রজভূমির ভাষা
গ) বৃন্দাবনের ভাষা ঘ) মিথিলা ও বাংলার মিশ্র ভাষা **ঘ**

৫৮. 'ব্রজবুলি'র প্রবর্তক/স্রষ্টা কে?
ক) চণ্ডীদাস খ) বিদ্যাপতি
গ) আলাওল ঘ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর **খ**

৫৯. 'ব্রজবুলি'তে কোন কবি পদাবলি রচনা করেন?
ক) চণ্ডীদাস খ) জ্ঞানদাস
গ) বিদ্যাপতি ঘ) গোবিন্দদাস **গ**

৬০. শৃঙ্গার রসকে বৈষ্ণব পদাবলিতে কী রস বলে?
ক) ভাবরস খ) মধুররস
গ) প্রেমরস ঘ) লীলারস **খ**

৬১. 'মঙ্গলকাব্যে'র রচয়িতা নন-
ক) ভারতচন্দ্র খ) বড়ু-চণ্ডীদাস
গ) মুকুন্দরাম চক্রবর্তী ঘ) বিজয় গুপ্ত **খ**

৬২. 'মঙ্গলকাব্য' সমূহের বিষয়বস্তু মূলত-
ক) লোকসঙ্গীত খ) মধ্যযুগের সমাজ ব্যবস্থার বর্ণনা
গ) ধর্ম বিষয়ক আখ্যান ঘ) পীর পাঁচালী **গ**

৬৩. মঙ্গলকাব্য রচনার মূলে উল্লেখিত কারণ কী?
ক) রাজাদেশ প্রাপ্তি
খ) স্বপ্নে দেবী কর্তৃক আদেশ লাভ
গ) রাজা ও সভাসদের মনোরঞ্জন করা
ঘ) রাজকবির দায়িত্ব পালন **খ**

৬৪. 'মনসামঙ্গল' কাব্যের আদিকবি কে?
ক) বিজয় দত্ত খ) ময়ূর ভট্ট
গ) মানিক দত্ত ঘ) কানা হরিদত্ত **ঘ**

৬৫. 'মনসাবিজয়' কাব্যের রচয়িতা কে?
ক) বিপ্রদাস পিপিলাই খ) কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ
গ) বিজয় গুপ্ত ঘ) নারায়ণদেব **ক**

৬৬. "চণ্ডীমঙ্গল" কব্যের আদি কবি কে?
ক) মুকুন্দরাম খ) দ্বিজ মাধব
গ) মানিকদত্ত ঘ) কানাহরি দত্ত **গ**

৬৭. কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তী কার অনুরোধে 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্য রচনা করেন?
ক) রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের খ) চন্দ্র সুধমার
গ) জমিদার রঘুনাথ রায়ের ঘ) মাগন ঠাকুরের **গ**

৬৮. কালকেতু এবং ফুল্লরা বাংলা সাহিত্যের কোন কাব্যের চরিত্র?
ক) অন্নদামঙ্গল খ) ধর্মমঙ্গল
গ) চণ্ডীমঙ্গল ঘ) মনসামঙ্গল **গ**

৬৯. কবিকঙ্কন কার উপাধি?
ক) বিদ্যাপতি খ) জ্ঞানদাস
গ) মুকুন্দরাম চক্রবর্তী ঘ) বংশীদাস **গ**

৭০. "অন্নদামঙ্গল" কাব্য কোন যুগের?
ক প্রাচীন যুগ খ মধ্যযুগ
গ অন্ধকার যুগ ঘ আধুনিক যুগ — খ

৭১. "কালিকামঙ্গল" কাব্যের মূল উপজীব্য বিষয় কী?
ক প্রণয়কাহিনী খ ধর্মকাহিনী
গ কলিযুগের কাহিনী ঘ সনাতন কহিনী — ক

৭২. 'কালিকামঙ্গলের' অন্য নাম কী?
ক সুন্দরী বিদ্যা খ বিদ্যাসুন্দর
গ বিদ্যাদেবী ঘ কালিকাসুন্দর — খ

৭৩. শ্রেষ্ঠ মানের 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যের রচয়িতা কে?
ক সাবিরিদ খান খ ভারতচন্দ্র রায়
গ মুকুন্দরাম ঘ জ্ঞানদাস — খ

৭৪. রামাই পন্ডিতের 'শূন্যপুরাণ' গ্রন্থে কোন দুই ধর্মের মিশ্রণ ঘটেছে?
ক মুসলমান ও হিন্দু খ হিন্দু ও বৌদ্ধ
গ মুসলমান ও বৌদ্ধ ঘ হিন্দু ও খ্রিস্টান — খ

৭৫. হলায়ুধ মিশ্র রচিত 'সেক শুভোদয়া' কোন ভাষায় রচিত?
ক বাংলা খ হিন্দি
গ সংস্কৃত ঘ পালি — গ

৭৬. 'চম্পুকাব্য' কী?
ক এক ধরনের গীতিকাব্য খ নাথ সাহিত্যের অপর নাম
গ গদ্যকাব্য ঘ গদ্যপদ্য মিশ্রিত কাব্য — ঘ

৭৭. বড়ু চন্ডীদাসের জন্মস্থান কোনটি?
ক বীরভূম জেলার নানুর গ্রাম খ বীরভূম জেলার কাঁকিল্যা গ্রাম
গ বাঁকুড়া জেলার নানুর গ্রাম ঘ বাঁকুড়া জেলার কাঁকিল্যা গ্রাম — ক

৭৮. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের রচনাকাল কত?
ক ১৩০০ খ্রি. খ ১৩৫০ খ্রি.
গ ১৪০০ খ্রি. ঘ ১৪৫০ খ্রি. — গ

৭৯. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য কত সালে আবিষ্কৃত হয়?
ক ১৯০৭ সালে খ ১৯০৮ সালে
গ ১৯০৯ সালে ঘ ১৯১৬ সালে — গ

৮০. বড়ু চন্ডীদাসের প্রকৃত নাম কী?
ক চন্ডীদাস খ বড়ু গ অনন্ত ঘ নিমাই — গ

৮১. 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের একখানি পুঁথিতে এর প্রকৃত যে পরোক্ষ হদিস পাওয়া যায়, সেটি কী?
ক শ্রীকৃষ্ণলীলা খ শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ
গ শ্রীকৃষ্ণভগবত ঘ শ্রীগোকল — খ

৮২. 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের ১৩টি খণ্ডের মধ্যে একমাত্র কোন খণ্ডের শেষে 'খণ্ড' শব্দ যোগ করা হয়নি?
ক প্রথম খ সপ্তম
গ একাদশ ঘ ত্রয়োদশ — ঘ

৮৩. 'আকুল শরীর মোর বেকুল মন। বাশীর শবদেঁ মোর আউলাইলোঁ রান্ধন ॥'- কোন কবির রচনা?
ক বিদ্যাপতি খ বড়ু চন্ডীদাস
গ জ্ঞানদাস ঘ পদাবলির চন্ডীদাস — খ

৮৪. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য কে আবিষ্কার করেন?
ক বসন্তরঞ্জন রায় খ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
গ রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র ঘ বিদ্যাপতি — ক

৮৫. শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কাহিনি প্রধান ক'টি চরিত্রকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে?
ক ২টি খ ৩টি
গ ৪টি ঘ ৫টি — খ

৮৬. 'বাসলী -বাশুলী চরণে চন্ডীদাস এই গান গাইলেন'-এখানে 'বাসলী' কে?
ক রাধা খ কৃষ্ণ
গ বিশালাক্ষী দেবী ঘ চন্ডী উপাসা দেবতা — গ

৮৭. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যটি সম্পাদিত হয়-
ক বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে খ শ্রীরামপুর মিশন থেকে
গ রামকৃষ্ণ মিশন থেকে ঘ জানা সম্ভব হয়নি — ক

৮৮. শাক্ত পদাবলির জন্য বিখ্যাত-
ক রামনিধি গুপ্ত খ দাশরথি রায়
গ এ্যান্টনি ফিরিঙ্গি ঘ রামপ্রসাদ সেন — ঘ

৮৯. কোন যুগকে প্রাক চৈতন্যযুগ হিসেবে অভিহিত করা হয়?
ক ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দীকে
খ চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দীকে
গ পঞ্চদশ শতাব্দীকে
ঘ পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীকে — খ

৯০. জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' রচিত হয় কোন শাসনের সময়?
ক পাল শাসন খ সেন শাসন
গ সুলতানী শাসন ঘ মুঘল শাসন — খ

৯১. 'বাংলার বৈষ্ণব ভাবাপন্ন মুসলমান কবি' গ্রন্থটির রচয়িতা কে?
ক দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর খ কাজী নজরুল ইসলাম
গ যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য ঘ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর — গ

৯২. বৈষ্ণব সাহিত্য কোনটির ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত?
ক চৈতন্য জীবনী খ রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা
গ বৌদ্ধধর্ম ঘ ব্রাহ্মধর্ম — খ

৯৩. ব্রজবুলি ভাষা কোন ভাষাদ্বয়ের মিশ্রণ?
ক মৈথিলি ও বাংলা খ মৈথিলি ও হিন্দি
গ বাংলা ও হিন্দি ঘ বাংলা ও সংস্কৃত — ক

৯৪. তিনটি শ, ষ, স- এর মধ্যে ব্রজবুলি ভাষায় কোনটি ব্যবহার করা হয়েছে?
ক শ খ ষ
গ স ঘ একটিও নয় — গ

৯৫. 'কীর্তিলতা' গ্রন্থটির রচয়িতা কে?
ক বড়ু চন্ডীদাস খ বিদ্যাপতি
গ জ্ঞানদাস ঘ চন্ডীদাস — খ

৯৬. 'এ ভরা বাদর মাহ ভাদর শূন্য মন্দির মোর।'- কে লিখেছেন?
ক চন্ডীদাস খ বিদ্যাপতি
গ রবীন্দ্রনাথ ঘ কাজী নজরুল ইসলাম — খ

৯৭. গোবিন্দদাস কতগুলো পদ রচনা করেছেন?
ক প্রায় পাঁচশত খ প্রায় ছয়শত
গ প্রায় সাতশত ঘ প্রায় আটশত — গ

৯৮. মঙ্গলকাব্য সৃষ্টির প্রধান উদ্দেশ্য কী ছিল?
ক মা মনসার পূজা করা খ চণ্ডীপূজা করা
গ ধর্মের মঙ্গল সাধনা ঘ বিভিন্ন দেবদেবীর পূজা করা **ঘ**

৯৯. বিজয়গুপ্ত কোন জেলায় জন্মগ্রহণ করেন?
ক মুন্সিগঞ্জ খ বরিশাল
গ ফরিদপুর ঘ চট্টগ্রাম **খ**

১০০. দ্বিজ বংশীদাসের জন্ম কোথায়?
ক ময়মনসিংহ খ কলকাতায়
গ মিথিলায় ঘ সিলেট **ক**

১০১. 'কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ' নামের মূল নাম কোনটি?
ক কেতকাদাস খ ক্ষেমানন্দ
গ সম্পূর্ণ অংশ ঘ কোনোটিই নয় **খ**

১০২. সমস্ত ধর্মমঙ্গল কাব্য কয়টি কাহিনি নিয়ে রচিত?
ক দুটি খ তিনটি গ চারটি ঘ পাঁচটি **ক**

১০৩. ভবানন্দ মজুমদারের পূর্বনাম কী ছিল?
ক ভবানন্দ খ মজুমদার
গ দুর্গাদাস ঘ ভবানন্দ মজুমদার **গ**

১০৪. ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর নবদ্বীপের রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে কোন গ্রন্থ রচনা করেন?
ক মনসামঙ্গল খ ধর্মমঙ্গল
গ অন্নদামঙ্গল ঘ সারদামঙ্গল **গ**

১০৫. কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তী কার অনুরোধে 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্য রচনা করেন?
ক রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের খ চন্দ্র সুধর্মার
গ জমিদার রঘুনাথ রায়ের ঘ মাগন ঠাকুরের **গ**

১০৬. প্রকৃতপক্ষে মঙ্গলকাব্যগুলোকে কয় শ্রেণিতে ভাগ করা যায়?
ক দুই খ তিন গ চার ঘ পাঁচ **গ**

১০৭. কোনটি পৌরাণিক মঙ্গলকাব্য?
ক অন্নদামঙ্গল খ গৌরীমঙ্গল
গ দুর্গামঙ্গল ঘ তিনটিই **ঘ**

১০৮. কোনটি লৌকিক মঙ্গলকাব্য?
ক মনসামঙ্গল খ চণ্ডীমঙ্গল
গ সারদামঙ্গল ঘ সবগুলোই **ঘ**

১০৯. মঙ্গলকাব্যে প্রধানত কোন ছন্দ ব্যবহৃত হয়েছে?
ক পয়ার ছন্দ খ স্বরবৃত্ত ছন্দ
গ মুক্তক ছন্দ ঘ গৈরিশ ছন্দ **ক**

১১০. মনসামঙ্গলের কবি কে?
ক বিজয় গুপ্ত খ কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ
গ বিপ্রদাস পিপিলাই ঘ ওপরের তিনজনই **ঘ**

১১১. 'বাইশা' কী?
ক মনসামঙ্গল কাব্যের একজন কবি
খ চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের একজন কবি
গ মনসামঙ্গল কাব্যের বাইশ জন ছোট-বড় কবি
ঘ চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের ছোট-বড় বাইশ জন কবি **গ**

১১২. সাপের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মনসার অপর নাম কী?
ক ক্ষেমানন্দ খ কেতকা
গ পদ্মাবতী ঘ খ ও গ **ঘ**

১১৩. মধ্যযুগের প্রথম কাব্য কোনটি?
ক শূন্যপুরাণ খ ডাকার্ণব
গ গীত গোবিন্দ ঘ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন **ঘ**

Home Work

১. 'শূন্যপুরাণের' রচয়িতা- [৪৬তম বিসিএস]
ক রামাই পন্ডিত খ হলায়ূধ মিশ্র
গ কাহ্নপা ঘ কুক্কুরীপা ●

২. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে কাঁকিল্যা গ্রাম কেন উল্লেখযোগ্য? [৪৬তম বিসিএস]
ক শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মস্থান
খ বড়ু চণ্ডীদাসের জন্মস্থান
গ চর্যাপদের প্রাপ্তিস্থান
ঘ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের প্রাপ্তিস্থান ●

৩. 'গীতগোবিন্দ' কাব্যের রচয়িতা জয়দেব কার সভাকবি ছিলেন? [৪৫তম বিসিএস]
ক শশাঙ্কদেবের খ লক্ষ্মণ সেনের
গ যশোবর্মনের ঘ হর্ষবর্ধনের **খ**

৪. কবি যশোরাজ খান বৈষ্ণবপদ রচনা করেন কোন ভাষায়? [৪৫তম বিসিএস]
ক ব্রজবুলি খ বাংলা
গ সংস্কৃত ঘ হিন্দি **ক**

৫. মঙ্গলযুগের শেষ কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর কত সালে মৃত্যুবরণ করেন? [৩৬তম বিসিএস]
ক ১৭৫৬ খ ১৭৫২
গ ১৭৬০ ঘ ১৭৬২ **গ**

৬. মধ্যযুগের কবি নন কে? [৩৪ তম বিসিএস]
ক জয়নন্দী খ বড়ু চণ্ডীদাস
গ গোবিন্দ দাস ঘ জ্ঞান দাস **ক**

৭. বাংলা সাহিত্যে মধ্যযুগের এবং মঙ্গলকাব্যের শেষ কবি কে? [২৮তম বিসিএস]
ক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত খ ভারতচন্দ্র রায়
গ রাম রাম বসু ঘ শাহ মুহম্মদ সগীর **খ**

৮. বিদ্যাপতি কোথাকার রাজসভাকবি ছিলেন? [২৮তম বিসিএস]
ক বাংলা খ ভারত
গ কনৌজ ঘ মিথিলা **ঘ**

৯. ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর কোন রাজসভার কবি? [২৬তম বিসিএস]
ক আরাকান রাজসভা খ কৃষ্ণনগর রাজসভা
গ রাজা গণেশের রাজসভা ঘ লক্ষ্মণসেনের রাজসভা **খ**

১০. 'রূপ লাগি আখি ঝুরে গুনে মন ভোর' কার রচনা? [২৬তম বিসিএস]
ক চণ্ডীদাস খ জ্ঞানদাস
গ বিদ্যাপতি ঘ লোচনদাস **খ**

১১. চাঁদ সওদাগর বাংলা কোন কাব্যধারার চরিত্র? [২৩তম বিসিএস পরীক্ষা]
ক চণ্ডীমঙ্গল খ মনসামঙ্গল
গ ধর্মমঙ্গল ঘ অন্নদামঙ্গল **খ**

১২. 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে'- এই প্রার্থনাটি করেছে- [২৩তম বিসিএস]
ক ভাড়ু দত্ত খ চাঁদ সওদাগর
গ ঈশ্বরী পাটনী ঘ কুবের **গ**

১৩. 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই'- কে বলেছেন? [২১তম বিসিএস]
ক চণ্ডীদাস খ বিদ্যাপতি
গ রামকৃষ্ণ পরমহংস ঘ বিবেকানন্দ **ক**

১৪. 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে'-লাইনটি নিম্নোক্ত একজনের কাব্যে পাওয়া যায়- [১৭তম বিসিএস]
ক মুকুন্দরাম চক্রবর্তী খ ভারতচন্দ্র রায়
গ মদন মোহন তর্কালংকার ঘ কামিনী রায় **খ**

১৫. বাংলা সাহিত্যের পঠন-পাঠনের সুবিধার জন্য বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকে তিনটি যুগে ভাগ করা হয়েছে। ---- বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগ। [৩৪তম বিসিএস]
ক ৪৫০-৬৫০ খ ৬৫০-৮৫০
গ ৬৫০-১২০০ ঘ ৬৫০-১২৫০ **গ**

১৬. বাংলা সাহিত্যে অন্ধকার যুগ বলতে— [৩৪তম বিসিএস, জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর উপসহকারী পরিচালক: ১৮ ; ডাক অধিদপ্তরের উপজেলা পোস্ট মাস্টার -২০১০]
ক ১১৯৯–১২৫০ পর্যন্ত খ ১২০১–১৩৫০ পর্যন্ত
গ ১২৫০–১৩৫০ পর্যন্ত ঘ ১২৫০–১৪৫০ পর্যন্ত **খ**

১৭. 'শূন্যপুরাণ কাব্য কার রচনা? [৩২তম বিসিএস, জাতীয় সংসদ সচিবালয়ে সহকারী সচিব : -৫]
ক লুইপা খ কাহ্নপা
গ দৌলত উজির বাহরাম খা ঘ রামাই পণ্ডিত **ঘ**

১৮. মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে কোন ধর্মপ্রচারকের প্রভাব অপরিসীম? [৩৬তম বিসিএস; উপজেলা মহিলা ও শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা: ০৭]
ক শ্রীচৈতন্যদেব খ শ্রীকৃষ্ণ
গ আদিনাথ ঘ মনোহর দাশ **ক**

১৯. ইরানের কবি হাফিজের সাথে পত্রালাপ হয়েছিল বাংলার কোন সুলতানের? [টেলিফোন ইঞ্জিনিয়ার ও সহকারী কম্পিউটার প্রোগ্রামার - ১৮; বাতিলকৃত ২৪তম বিসিএস]
ক গিয়াস উদ্দিন আজম শাহ খ আলাউদ্দীন হোসেন শাহ
গ ফকরুদ্দীন মোবারক শাহ ঘ ইলিয়াস শাহ **ক**

২০. 'রসুলবিজয়' কাব্যের রচয়িতা কে? [স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীন সার্কেল এ্যাডজুটেন্ট: ২০১৫]
ক আবদুল হাকিম খ শেখ চাঁদ
গ মীর মুহাম্মদ শফী ঘ জৈনুদ্দীন **ঘ**

২১. গঠনরীতিতে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্য মূলত– [৩৮তম বিসিএস]
ক পদাবলি খ ধামালি
গ প্রেমগীতি ঘ নাটগীতি **ঘ**

২২. 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এর রচয়িতা কে? [২৯তম বিসিএস; বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড-এর সহকারী ব্যবস্থাপক (ট্রেইনি জেনারেল): ২০২১]
ক জ্ঞানদাস খ দীন চণ্ডীদাস
গ বড়ু চণ্ডীদাস ঘ দীনহীন চণ্ডীদাস **গ**

২৩. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে বড়াই কী ধরনের চরিত্র? [২৮তম বিসিএস পরীক্ষা]
ক শ্রী রাধার ননদিনী খ রাধাকৃষ্ণের প্রেমের দূতী
গ শ্রী রাধার শাশুড়ি ঘ জনৈক গোপবালা **খ**

২৪. জীবনী সাহিত্যের ধারা গড়ে ওঠে কাকে কেন্দ্র করে? [৪১তম বিসিএস]
ক শ্রীচৈতন্যদেব খ কাহ্নপা
গ বিদ্যাপতি ঘ রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব **ক**

২৫. বৈষ্ণব পদাবলীর সঙ্গে কোন ভাষা সম্পর্কিত? [৪০তম বিসিএস]
ক সান্ধ্যভাষা খ অধিভাষা
গ ব্রজবুলি ঘ সংস্কৃত ভাষা **গ**

২৬. জীবনীকাব্য রচনার জন্য বিখ্যাত: [৪০তম বিসিএস]
ক ফকির গরীবুল্লাহ খ নরহরি চক্রবর্তী
গ বিপ্রদাস পিপিলাই ঘ বৃন্দাবন দাস **ঘ**

২৭. পদ বা পদাবলী বলতে কী বোঝায়? [২২তম বিসিএস; জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর উপসহকারী পরিচালক: ০৫; পূবালী ব্যাংক সিনিয়র অফিসার: '১২]
ক লাচাড়ী ছন্দে রচিত পদ্য বা কবিতাবলি
খ পদ্যাকারে রচিত দেবস্তুতিমূলক রচনা
গ বাউল বা মরমী গীতি
ঘ বৌদ্ধ বা বৈষ্ণবীয় ধর্মের গূঢ় বিষয়ের বিশেষ সৃষ্টি **ঘ**

২৮. ব্রজবুলি বলতে কী বোঝায়? [২১ তম বিসিএস; খাদ্য অধিদপ্তরের উপ- খাদ্য পরিদর্শক-১৯.১১.২১ [কন্ট্রোলার জেনারেল ডিফেন্স ফাইন্যান্স কার্যালয়ের অডিটর: ১৯ ;পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সহকারী সাইফার কর্মকর্তা :১৭]
ক ব্রজধামে কথিত ভাষা
খ একরকম কৃত্রিম কবিভাষা
গ বাংলা ও হিন্দির যোগফল
ঘ মৈথিলি ভাষার একটি উপভাষা **খ**

২৯. মঙ্গলযুগের সর্বশেষ কবির নাম কী? [২৮তম বিসিএস/সমাজসেবা অধিদপ্তরের প্রবেশন অফিসার: ১৩]
ক বিজয় গুপ্ত খ ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর
গ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী ঘ কানাহরি দত্ত **খ**

৩০. বাংলা সাহিত্যে মধ্যযুগের শেষ কবি কে? [প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উপ-সহকারী পরিচালক: ১৭; বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) : ১৭]
ক ভারতচন্দ্র রায় খ বিজয় গুপ্ত
গ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী ঘ কানাহরি দত্ত **ক**

৩১. মঙ্গলকাব্যের কবি নন কে? [৩৫তম বিসিএস]
ক কানাহরি দত্ত খ মানিক দত্ত
গ ভারতচন্দ্র ঘ দাশুরায় **ঘ**

৩২. মনসা দেবীকে নিয়ে লেখা বিজয়গুপ্তের মঙ্গলকাব্যের নাম কী? [৪৩তম বিসিএস]
ক মনসামঙ্গল খ মনসাবিজয়
গ পদ্মপুরাণ ঘ পদ্মাবতী **গ**

৩৩. 'বেহুলা লখিন্দর' কাহিনী পাওয়া যায় কোন কাব্যে? [স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের এস্টিমেটর (পুর)২০১৯]
ক অন্নদামঙ্গল কাব্যে খ মনসামঙ্গল কাব্যে
গ কালীকামঙ্গল কাব্যে ঘ সারদামঙ্গল কাব্যে **খ**

৩৪. মধ্যযুগের প্রথম কবি কে? [প.ম.(সহকারী সাইফার কর্মকর্তা)'২২]
ক) চণ্ডীদাস খ) বিদ্যাপতি
গ) দৌলত কাজী ঘ) বড়ু চণ্ডীদাস **ঘ**

৩৫. 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কোন যুগের বাংলা সাহিত্যের নিদর্শন? [প.প.অ. (পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা)'২৩]
ক) প্রাচীন যুগ খ) মধ্যযুগ
গ) আধুনিক যুগ ঘ) প্রাগৈতিহাসিক যুগ **খ**

৩৬. বৈষ্ণব পদাবলির সঙ্গে কোন ভাষা সম্পর্কিত? [পো.জে.উ. (রাজশাহী) (উচ্চমান সহকারী)'২২]
ক) সন্ধ্যাভাষা খ) অধিভাষা
গ) ব্রজবুলি ঘ) সংস্কৃত ভাষা **গ**

৩৭. 'সই কেমনে ধরিব হিয়া, আমার বধুয়া আন বাড়ি যায় আমার আঙিনা দিয়া'- এ অমর উক্তির রচয়িতা- [ক.অ.জে. (সিনিয়র অ্যাকাউন্টস ক্লার্ক)'২২]
ক) ভারতচন্দ্র খ) লুইপা
গ) রামাই পন্ডিত ঘ) চণ্ডীদাস **ঘ**

৩৮. মঙ্গলকাব্যের শেষ কবি- [বি.ম.(ব্যক্তিগত কর্মকর্তা)'২২]
ক) দ্বিজ বংশীদাস খ) চন্দ্রাবতী
গ) ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর ঘ) কানাহরি দত্ত **গ**

৩৯. 'ফুল্লরার বারমাস্যা' কোন মঙ্গলকাব্যের অন্তর্গত? [পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা)'২২]
ক) মনসামঙ্গল খ) চণ্ডীমঙ্গল
গ) অন্নদামঙ্গল ঘ) ধর্মমঙ্গল **খ**

৪০. 'ভাড়ুদত্ত' কোন কাব্যের চরিত্র? [ত.স.ম.অ. বা.টে. (উপ-সহকারী প্রকৌশলী/ স্টুডিও যন্ত্রবিদ)'২৩]
ক) চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কালকেতু উপাখ্যান
খ) অন্নদামঙ্গল কাব্যের মানসিংহ ভাবনন্দ উপাখ্যান
গ) মনসামঙ্গল
ঘ) ধর্মমঙ্গল **ক**

৪১. 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের উপাস্য 'চণ্ডী' কার স্ত্রী? [প.প.অ. (পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা)'২৩]
ক) জগন্নাথ খ) বিষ্ণু
গ) প্রজাপতি ঘ) শিব **ঘ**

৪২. 'কবিকঙ্কন' কার উপাধি? [পিএসসি (সিনিয়র স্টাফ নার্স)'২৩]
ক) মুকুন্দরাম চক্রবর্তী খ) মালাধর
গ) রামপ্রসাদ সেন ঘ) মানিকদত্ত **ক**

৪৩. বাংলা সাহিত্যের প্রথম নাগরিক কবি কে? [ক.জে.অ্যা. (অডিটর)'২২]
ক) ভারতচন্দ্র রায় খ) নরহরি চক্রবর্তী
গ) বিজয়গুপ্ত ঘ) মুকুন্দরাম **ক**

৪৪. বাংলা সাহিত্যে মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ কবি কে? [প.প.অ. (সহকারী পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা)'২২]
ক) জয়দেব খ) বিদ্যাপতি
গ) বিজয়গুপ্ত ঘ) ভারতচন্দ্র **ঘ**

৪৫. মধ্যযুগের প্রথম কবি কে? [প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উপসহকারী পরিচালক: ১৮; কর্মসংস্থান ব্যাংক অফিসার: ০৭]
ক) চণ্ডীদাস খ) বিদ্যাপতি
গ) দৌলত কাজী ঘ) বড়ু চণ্ডীদাস **ঘ**

৪৬. বাংলা সাহিত্যে মধ্যযুগের আদি নিদর্শন কোনটি? [বস্ত্র অধিদপ্তরের জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর ২০২০;মিডওয়াইফ অধিদপ্তরের মিডওয়াইফ: ১৭]
ক) চর্যাপদ খ) শ্রীকৃষ্ণকীর্তন
গ) শেক শুভোদয়া ঘ) শূন্যপুরাণ **খ**

৪৭. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের মূল কাহিনি কী? [দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরোর সহকারী পরিচালক -০১]
ক) দেবদেবীর বন্দনা খ) মানব বন্দনা
গ) রাধা ও কৃষ্ণের প্রেম ঘ) দেবী চণ্ডী কাহিনি **গ**

৪৮. চৈতন্য জীবনী কাব্যের শ্রেষ্ঠ কবি কে? [কারা তত্ত্বাবধায়ক- ২০১৩]
ক) কৃষ্ণদাস কবিরাজ খ) জয়ানন্দ
গ) বৃন্দাবন দাস ঘ) কবি কর্ণপুর পরামানন্দ সেন **ক**

৪৯. বৈষ্ণব পদাবলীর মূল বিষয়বস্তু কী? [সহকারী শিক্ষক পরীক্ষা-১২]
ক) রাধা ও কৃষ্ণের প্রেমলীলা
খ) শাহজাহান ও মমতাজের প্রেমলীলা
গ) ফরহাদ ও শিরির প্রেমলীলা
ঘ) রহিমা ও রূপবানের প্রেমলীলা **ক**

৫০. বাংলা এবং মৈথিলী ভাষার সমন্বয়ে যে ভাষার সৃষ্টি হয়েছে, তার নাম কী? [জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর উপ-পরিচালক :০৭]
ক) মাগধী খ) অসমিয়া
গ) ব্রজবুলি ঘ) জগাখিচুড়ি **গ**

৫১. বৈষ্ণব পদাবলী প্রথম সংকলন করেন কে? [জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর উপসহকারী পরিচালক : ০১; কারা তত্ত্বাবধায়ক : ০৬]
ক) আউল মনোহর দাস খ) জ্ঞানদাস
গ) চণ্ডীদাস ঘ) বিদ্যাপতি **ক**

৫২. 'ব্রজবুলি'র প্রবর্তক/স্রষ্টা কে? [জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলী অধিদপ্তরের এস্টিমেটর - ২০১৮]
ক) চণ্ডীদাস খ) বিদ্যাপতি
গ) আলাওল ঘ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর **খ**

৫৩. 'মঙ্গলকাব্য'-এ ধর্মীয় আরাধনা মুখ্য হলেও এর অন্যতম সাধারণ বৈশিষ্ট্য হলো- [Bangladesh Bank Officer (General) 2019]
ক) ব্যক্তির মুক্তি খ) সামাজিক মিথস্ক্রিয়া
গ) অন্ত্যেবাসী মানুষ ঘ) শ্রেণিদ্বন্দ্ব **খ**

৫৪. মঙ্গলকাব্যে কোন দুই দেবতার প্রাধান্য বেশি? [Social Development Foundation Data Entry Operator:12; মাধ্যমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক : ১১]
ক) শিবায়ন ও ধর্মঠাকুর খ) মনসা ও শিবমঙ্গল
গ) চণ্ডী ও শিবায়ন ঘ) মনসা ও চণ্ডী **ঘ**

৫৫. মঙ্গলকাব্যে কোন দেবীর কাহিনি আছে? [City Bank Ltd. (MTO): 2019; বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সহকারী প্রোগ্রামার : ২০১৭]
ক) লক্ষীন্দর দেবী খ) পদ্মাবতী দেবী
গ) মনসা দেবী ঘ) বেহুলা ও চাঁদসুন্দর **গ**

৫৬. 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের রচয়িতা কে? [শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের সহকারী প্রকৌশলী (পুর): ২০১৯]
ক) ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর খ) মুকুন্দুরাম চক্রবর্তী
গ) বিজয় গুপ্ত ঘ) ঘনরাম চক্রবর্তী **খ**

৫৭. ধর্মমঙ্গল কাব্যের কাহিনি কোনটি? [প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষক পরীক্ষা- ২০১৪]
ক) রাজা হরিশচন্দ্রের কাহিনি খ) লাউসেনের কাহিনি
গ) ধর্মপালের কাহিনি ঘ) ক ও খ **ঘ**

১. বাংলা সাহিত্যে রাধা-কৃষ্ণ বিষয়ক প্রথম কাহিনি কাব্য কোনটি?
ক গীতগোবিন্দ খ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন
গ শূন্যপুরাণ ঘ সেক শুভোদয়া

২. নিচের কোনটি শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের চরিত্র নয়?
ক রাধা খ কৃষ্ণ
গ বড়াই ঘ ঈশ্বরী পাটনী

৩. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য কত সালে আবিষ্কৃত হয়?
ক ১৯০৭ সালে খ ১৯০৮ সালে
গ ১৯০৯ সালে ঘ ১৯১৬ সালে

৪. কৃষ্ণভক্তি তত্ত্বরূপ লাভ করেছিল কোন যুগে?
ক প্রাক চৈতন্য যুগে খ চৈতন্য যুগে
গ প্রাচীন যুগে ঘ আধুনিক যুগে

৫. বিদ্যাপতি কোন ভাষায় পদ রচনা করতেন?
ক বাংলা খ সংস্কৃত
গ ব্রজবুলি ঘ পালি

৬. কোন মুসলমান কবি বৈষ্ণব পদ রচনা করেন?
ক শেখ ফয়জুল্লাহ খ সৈয়দ আইনুদ্দিন
গ আলাওল ঘ এরা প্রত্যেকেই

৭. 'মনসামঙ্গল'-এর লেখক কে?
ক কৃত্তিবাস খ মালাধর বসু
গ মানিক দত্ত ঘ কানা হরিদত্ত

৮. বাংলা সাহিত্যের প্রথম নাগরিক কবি কে?
ক ভারতচন্দ্র খ ঈশ্বরচন্দ্রগুপ্ত
গ দুর্গাদাস ঘ ভবানন্দ মজুমদার

৯. সাপের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মনসার অপর নাম কী?
ক ক্ষেমানন্দ খ কেতকা
গ পদ্মাবতী ঘ খ ও গ

১০. 'কবিকঙ্কন' কার উপাধি?
ক মালাধর বসু
খ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী
গ মাইকেল মধুসূদন দত্ত
ঘ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

উত্তরমালা

১	খ
২	ঘ
৩	গ
৪	খ
৫	গ
৬	ঘ
৭	ঘ
৮	ক
৯	ঘ
১০	খ

এই Lecture Sheet পড়ার পাশাপাশি iddabari কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দেয়া এসাইনমেন্ট এর বাংলা ভাষা ও সাহিত্য অংশটুকু ভালোভাবে চর্চা করতে হবে।